Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Unqualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 107:29 min.
ID: IDI_AMR301_SLM_Hu_PUnQ_R_14Sep17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	38	SSC	Unqualified seller/prescriber	Human	18 Years	Bangali	

প্রশ্নকর্তা: আমার নাম ---, আমি কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি, আমরা একটা গবেষণা কাজ করছি এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে। এটা করতে গিয়ে আমরা যেমন কমিউনিটি লেবেলে যেমন কথা বলেছি আর যাদের কাছ থেকে কমিউনিটি ঔষধ পাই তাদের সাথে আমরা কথা বলবো, এজন্য আপনার কাছে আসা। কেমন আছেন?

উত্তরদাতা: ভাল আছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আপনার এই দোকানে মানে এই ব্যবসার সাথে আপনি কত দিন ধরে জড়িত? পেশা বলবো আরকি?

উত্তরদাতা: প্রায় ১৮ বছর।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এই দোকানটা কত বছর হলো?

উত্তরদাতা: এই দোকান এই জায়গায় প্রায় সাড়ে তিন বছর হলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কিন্তু আপনি এই পেশার সাথে জড়িত ১৮ বছর। এটা কার দোকান?

উত্তরদাতা: এটা আমার পরসনাল।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এর আগে আমি অন্যখানে ছিলাম, ওই যে আমার ওস্তাদ ... মিয়া, পল্লী চিকিৎসক যিনি উনার থেকে শিখেছি, এছাড়া ডা. ..., সরকারি ডাক্তার, উনি আসতো কাইতোলা বাজার, ওখানে উনার এসিস্টেন্ট হিসাবে কাজ করেছি। এছাড়া আমরা বড় বড় ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করি এবং ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আমরা ঔষধ বিক্রি করি। আমরা নিজেরা এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি না তবে সাধারণ ট্রিটমেন্ট হিসাবে সাধারণ মাথা ব্যথা, জ্বর এগুলোর জন্য প্যারাসিটামল বা সিবিট বা মাল্টি ভিটামিন এজাতীয় আবার আমরা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ফলো করি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে আপনি ঔষধ বিক্রি করার জন্য কি কোন প্রেশিক্ষণ নিয়েছেন?

উত্তরদাতা: প্রেশিক্ষণ বলতে পল্লী চিকিৎসকের সাথে থাকা এবং ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ এবং এমবিবিএস ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা, আর ডাক্তারের হ্যল্পার হিসাবে আমরা সহযোগীতা করি। আল্লাহর রহমতে আমরা প্রেসক্রিপশন ফলো করে আমরা ঔষধ বিক্রি করি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এছাড়া আপনি কি কোন পরীক্ষা দিয়েছেন এই ফার্মাসী বিষয়ে?

উত্তরদাতা: কয়েকদিন আগে আসছিলো এই যে কালা জ্বর, এই সেমিনারে গেছি আরকি, কোম্পানির মাধ্যমে কনফারেন্সে আলোচনা হয়, বছরে প্রতিটি কোম্পানি বেক্সিমকো, স্কোয়ার এগুলো আসে আর আমরা সেখানে কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনা করি। ওখানে বড় ডাক্তাররা আসে উনারা সেখানে আমাদের শিক্ষনিয় বিষয়গুলো তুলে ধরে, আমরা ওগুলো বুঝি এবং সে অনুযায়ী আমরা প্রেসক্রিপশন ফলো করে ঔষধ দেওয়ার চেষ্টা করি।

প্রশ্নকর্তা: এরকম দোকান খোলার জন্য কি কোন ড্রাগ লাইসেন্স আছে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, ড্রাগ লাইসেন্স আছে, সরকারিভাবে আছে, দুই বছর পর পর সেটা রিনিউ করতে হয়, ওখানে একটা ডেট থাকে সেই ডেট ওভার হওয়ার সাথে সাথে আমরা আবার রিনিউ করি।

প্রশ্নকর্তা: এই দোকানের কি লাইসেন্স আছে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, আছে। এটা হলো আমার ছেলের নামে ফার্মাসি, আর লাইসেন্সটা আমার নামে করেছি। আমার নাম..। আর ওই যে আমার প্যাকটিক্যাল ১৮ বছর প্রায় অভিজ্ঞতা।

প্রশ্নকর্তা: এই ধরণের কোন ডিপ্লোমা কোর্স বা এরকম কোন কোর্স করেছেন?

উত্তরদাতা: ডিপ্লোমা কোর্স আসলে সেরকম হয় নাই, পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, ডাক্তারদের সহযোগিতা করে যেটা শিখেছেন আর আপনার ১৮ বছরের প্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা আছে আপনার।

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা: এছাড়া আপনার পড়াশোনা কতটুকু?

উত্তরদাতা: আমি ৯৮ এ এসএসসি দিয়েছি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এসএসসি। তাহলে এই দোকানটা সম্পর্কে আমাকে একটু বলেন? এখানে কোন কোন ধরণের রোগী আপনার কাছে আসে?

উত্তরদাতা: গ্রামঞ্চলে সাধারণ মাথাব্যথা, জ্বর, ঠান্ডা, কাশি, পাতলা পায়খানা, এ্যলার্জি এরকম, আর সাধারণ গ্যাস্টিক। পাবলিকই আমাদের কাছে বেশি চেয়ে নেয় বলে আমাকে একটা ভিটামিন দিয়ে দাও, কি ভিটামিন? বললো, মাল্টি ভিটামিন। আর আমি দিয়ে দিলাম। ভিটামিন ক্যাপসূল দুই পাতা দাও আর আমি দিয়ে দিলাম। এক পাতা সেক্লো দাও, আর আমি দিয়ে দিলাম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, রোগীরা আপনার কাছে যা চাই আপনি সেভাবে দেন।

উত্তরদাতা: হু। প্রেসক্রিপশন পূর্বে করা থাকে আর তার মুখস্ত থাকে, তখন সে বলে আমাকে সিক্লোডক্সিন, সে সেক্লো খাইবো নিয়মিত ২ বেলা করে ৩০ দিন বললো আমাকে ৬০ টাকার সেক্লো দেন বলে আর আমি দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। চাওয়ার সময় ওরা বলে আমাকে ৬০ টাকার সেক্লো দেন। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: হু। আবার বলি যে, হয়তো ওরা ডাক্তার প্রেসক্রিপশন ফলো করে ঔষধ নেয় আর সাধারণ পাতলা পায়খানা হলে ওই যে স্যালাইন বা স্কোয়ারের এমোডিল বা প্লাজিল এগুলো দিয়ে থাকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আচ্ছা।

----------০৫:০৪

উত্তরদাতা: মাথা ব্যথা হলে প্যারাসিটামল- এভাবে আরকি।

প্রশ্নকর্তা: তো সারাদিন আপনার এভাবে চলে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: যখনে কেউ প্রেসক্রিপশন ছাড়া আসলো তখন আপনি তাদের কিভাবে চিকিৎসা দেন?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন নিয়ে না আসলে শুনি কি সমস্যা, আর শোনার পরে যদি দেখি সাধারণ সমস্যা তাহলে ঠিক আছে আর যদি বড় সমস্যা হয় তখন বলি মির্জাপুর যান ওখানে বড় বড় ডাক্তার আছে, মেডিসিন বিষয়ক ডাক্তার বা নাক-কান-গলা বিষয়ক ডাক্তার আছে, সমস্যা অনুযায়ী আমরা পাঠায় দিই।

প্রশ্নকর্তা: আপনি র‍্যফার করে পাঠায় দেন?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: আর বড় ধরণের সমস্যা বলতে কোনগুলোকে বুঝাচ্ছেন?

উত্তরদাতা: ধরেন একজনের টিউমার হয়ছে, ওটা আমার চিকিৎসা করার কথা না। আর গ্যাস্টিক- আলসার হয়েছে তাহলে আমি চিকিৎসা করতে পারবো না বা পিত্ত থলিতে পাথর বা মূত্র থলিতে পাথর হইছে এরকম চিকিৎসাগুলো আমরা পারবো না। নাক-কান-গলা সমস্যা হয়েছে বা চোখের সমস্যা এগুলোর চিকিৎসা আমরা পারবো না। এগুলোর জন্য আমরা বড় ডাক্তারের কাছে পাঠায় দিই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর বাকিগুলো আপনি চিকিৎসা করেন?

উত্তরদাতা: এই সাধারণগুলো আমি করি।

প্রশ্নকর্তা: কোনগুলো আপনি করেন?

উত্তরদাতা: আমরা করি, ওই যে বললাম কেউ একজন চাইলো বি-৪ দেন দিলাম, আর একজন চাইলো এক পাতা সেফ-থ্রি দিলাম।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু যে জানেনা তার কি ঔষধ লাগবে তখন আপনি কি করেন? কোন রোগ নিয়ে আসলো আর সে জানে না রোগের নাম কি বা ঔষধের নাম কি বা তার আগের প্রেসক্রিপশনও নেই, তখন কি করেন?

উত্তরদাতা: ওই তো তখন সাধারন চিকিৎসা করি। বয়স একজনের ৩০-৪৫ বছর তার আগে বিপি চেক করি, দেখি যে সেটা স্বাভাবিক আছে, তাহলে বলি আপনার ভাই হয়তো এটা সাধারণ গ্যাস্টিক, এগুলোর জন্য আপনি ম্যাক্সরোবিও-এমডি খান, বা ডমপেরিদন আছে এগুলো দুইবেলা খান আর যদি বলে আমার শরীরটা দুর্বল থাকে আমাকে ভিটামিন দেন তখন দেখা গেলো এ টু জেট ভিটামিন দিই, এছাড়া আছে ফিলুইলগোল্ড থাকে।

প্রশ্নকর্তা: ফিলুইলগোল্ড কি জন্য?

উত্তরদাতা: এটা এ টু জেট ভিটামিন। এটা উচ্চতর মাল্টি ভিটামিন আরকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর এই দোকানটা আপনি কোন সময় খোলেন আর কখন বন্ধ করেন?

উত্তরদাতা: দোকানটা হয়তো সাড়ে ৮ টার দিকে খোলা হয় ওই ৯ টাই খোলা হয় আর বাড়ি কাছাকাছি থাকার কারণে রাত ৯ টা বাজে বন্ধ করি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর যতক্ষন অন্য দোকান খোলা থাকে ততক্ষণ খোলা রাখি আর যদি দেখি কোন রোগী নেই ঔষধ আর নিতে আসবে না তখন দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়।

প্রশ্নকর্তা: এরকম কি কোন বন্ধের দিন আছে ওই দিনে বন্ধ রাখেন?

উত্তরদাতা: সরকারি বন্ধ বা কোন সেমিনার হয় বা জাতীয় দিবস বা বিজয় দিবস বা শোক দিবস সেই দিনগুলোতে স্বাভাবিক বন্ধ রাখি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। অন্য সময় তো আর বন্ধ রাখেন না?

উত্তরদাতা: না রাখি না। এটা তো পারসনাল দোকান তাই সব আমার মত করে হয়।

প্রশ্নকর্তা: এটা একটু বলেন আপনার দোকানে কি কি ধরনের ঔষধ আছে? এখানে আমি অনেক ধরণের ঔষধ দেখতে পাচ্ছি, এটা একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইতেছি এখানে কি কি ধরনের ঔষধ রয়েছে?

উত্তরদাতা: এখানে যে মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিটিভরা আসে তারা যে যে ঔষধ দেয় যেমন- স্কোয়ার, বেক্সিমকো, রেনেটা, ইবনে সিনা, গ্যাকো, আর এই যে হামর্দদ এই সব কোম্পানির ঔষধ আছে। আর এই ঔষধ বেচা-কিনা করতে করতে আমার প্যারেক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা এসে গেছে। কারণ এই যে হামর্দদ এর আছে সিনকারা এটা মহিলারা সবাই চেয়ে নেয়, এছাড়া আছে মহিলাদের আছে হামর্দদ এর মাস্তরিন, মহিলাদের সাদাস্রাবের জন্য নেয়। ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: আবার সাদাস্রাবের জন্য রি-ক্যাপ রেনেটা কোম্পানির। এগুলো আমরাও দিতে পারি তবে ওরা চেয়ে নেয় বেশি। তারপরে প্যারাসিটামল, নাপা, নাপা এক্সট্রা এগুলো তো সবাই চেয়ে নেয়। ছোট বাচ্চার জন্য জ্বর হলে নাপা সিরাপ চাই, হয়তো এটার সাথে ফাইমোক্সিল দিই। এগুলো সব সময় পাবলিক নিয়ে যায় চেয়ে চেয়ে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: পাতলা পায়খানা হলে ভাই দুইটা স্যালাইন দেন তখন ৪-৫ টা স্যালাইন দিয়ে দিলাম। এছাড়াও যদি বেশি হয় তাহলে ডাক্তারের সাথে পরার্মশ করবেন আর যদি ছেড়ে যায় তাহলে তো সমস্যা নাই। বলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন তারপরে ধুলাবালি ধরলে বা পায়খানা থেকে আসলে সাবান দিয়ে হাত ধোবেন, পায়খানায় যাওয়ার আগে জুটা পায়ে দিবেন বা পায়খানা থেকে এসে ওঁজু করবেন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এই পরামর্শগুলো আপনি দিয়ে থাকেন।

উত্তরদাতা: আর মাছি-মশা বসা খাবার খাবেন না- এসব পরামর্শ দিই।

প্রশ্নকর্তা: আর এটা তো বললেন, হামর্দদের কথা আর এখানে তো আরো অনেক ধরণের ঔষধ দেখতেছি, এগুলো সম্পর্কে একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: এগুলো সবই মানুষের ঔষধ।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

----------১০:০৮

উত্তরদাতা: এই যে মুখের ক্রিম ক্লোবেট আছে, ফোনা ক্রিম আছে মুখের ব্রোনের জন্য ছাত্রীরা চেয়ে নেয়, আর চোখের ড্রপ আছে ওয়পথিমক্স। এটা ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে দিলে দেওয়া হয়। তারপর হচ্ছে প্যারাসিটামল, নাপা, এইস, ফাস্ট, এক্সোফেন, এইস-ফ্লাস, এইস সিরাপ, ব্রডিল, লিভোসালবিটামল এগুলো আর কি আমি বিক্রি করি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আর অন্য কি ধরনের ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা: এত এন্টিবায়োটিক আমরা রাখি না তবে যেগুলো ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে নিয়মিত চালু আছে আর যেহেতু পাশে ক্লিনিক আছে, ডাক্তাররা যেগুলো লিখে, জানি যে এই এই এন্টিবায়োটিক লিখে, যেমন ধরেন- সেফ-থ্রি লিখে সেটা রাখি। বাচ্চাদের সিরাপ টেকযেটিল এরিস্টো ফার্মার আর বেনপ্রোক্স এগুলো রাখি। প্যারাসিটামল, এইস এগুলো রাখি। এ্যামব্রক্সল গ্রুপের এ্যামব্রক্সল সিরাপগুলো রাখি।

প্রশ্নকর্তা: আর একটু আগে বলেছে মনে হয় ফাইমক্সিল।

উত্তরদাতা: ফাইমক্সিল তো সাধারণ কাশি হলে দেয় সাথে এ্যমব্রক্সল দেয়। ডাক্তাররা যেভাবে দেয় সেভাবে আমরা দিই।

প্রশ্নকর্তা: এই এলাকায়...

উত্তরদাতা: এই এলাকায় এগুলো চলে এবং সবাই এগুলো চেয়ে চেয়ে নিয়ে যায়। এন্টিবায়োটিক যেগুলো রাখি সেগুলো ডাক্তাররা যেগুলো লেখে আর আমরা তো আর লিখি না। ডাক্তাররা যেভাবে লিখে সেটা আমরা জানি ৭ দিনের ডোজ লিখে আর প্যাক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা প্রায় ১৮ বছর হয়ে গেছে আমার। এই হিসাবে বুঝি যে এগুলো রাখতে হবে। যেমন- সেফিকজিম লেখে, সেফ-থ্রি লিখে ১৪ দিনের, এ্যাজিথ্রোমাইসিন লিখে ৩ দিন বা ৭ দিন এভাবে থাকে।

প্রশ্নকর্তা: এগুলো আপনি আপনার দোকানে রেখে দেন।

উত্তরদাতা: এগুলো সব আমার দোকানে আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই যে বললেন এন্টিবায়োটিক, এই এন্টিবায়োটিক সম্পর্কে আমাকে বলেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এমন একটা জিনিস এটা হলো শরীরে নরমালি কাজ করে। বর্তমানে নতুনভাবে করেছে যেমন এক্সিম-সিবি এরিস্টো ফার্মা কেম্পিানির।

প্রশ্নকর্তা: এক্সিম কি?

উত্তরদাতা: এক্সিম-সিবি মানে সিপ্রোক্সিম + ক্লাবোনিক এসিড। এই ঔষধটা খুব উন্নত করেছে। এছাড়া এটা বিভিন্ন কোম্পানির আছে, এটা আমরা মুখস্ত হিসাবে রাখি কারণ এটা ডাক্তার লিখবেই। আর অন্যান্য কোম্পানিরও অন্যান্য ঔষধ আছে।

প্রশ্নকর্তা: এটা কিজন্য দেয়?

উত্তরদাতা: এটা বাচ্চাদের ঠান্ডা, স্বদি, কফের জন্য সিরাপ দেয় আর যারা বয়স্ক তাদের জন্য কাটা-ছিঁড়ার জন্যও দেয় আবার ঠান্ডার জন্যও দেয় বা এন্টিবায়োটিক হিসাবে প্রয়োগ করে আরকি। কাটা-ছিঁড়া, ঠান্ডা, স্বদি, জ্বর, কাশের জন্য দেয়। আর ডাইরিয়া বা পাতলা পায়খানা হলে এ্যাজিথ্রোমাইসিন ব্যবহার করি, আর জিম্যাক্স, বা বাচ্চাদের হলে ইটোরক্সিম সিরাপ, আর পাশাপাশি মেট্রিল হয়তোবা স্যালাইন এগুলো দেয়।

প্রশ্নকর্তা: এখানো সব আছে। এই এন্টিবায়েঅটিক ঔষধটা কিরকম ঔষধ এটা সম্পর্কে আমাকে একটু বলেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক আসলে এটা যে যে রোগীর যা যা প্রয়োজন ডাক্তাররা সেভাবে প্রয়োগ করে। যেভাবে ওরা প্রেসক্রিপশন করে সেভাবে আমরা দিয়ে থাকি। এটা আসলে স্বাভাবিক লোককে আমরা দিই না যদি দেখা যায় প্রয়োজন যেমন- ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া এবং পাঙ্গাস দমন করার জন্য দেয় আবার বেশি এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলে ক্ষতিও করে, অনিয়মিত এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলে কিডনি বা লিভারে সমস্যা হতে পারে এছাড়া আরো অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে, এজন্য আমরা মানে প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক কি যেমন বললেন- এন্টিবায়োটিক হচ্ছে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া... কি যেন বললেন?

উত্তরদাতা: ভাইরাস-ব্যকটেরিয়া-পাঙ্গাস গ্রামঞ্চলে যেগুলো আছে সেগুলো দমন করার জন্য এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এতদিন ধরে তো আপনি এন্টিবায়োটিক রোগীদের দিচ্ছেন শুধু এই দোকানে আপনার অভিজ্ঞতা হলো তিন থেকে সাড়ে তিন বছর...

উত্তরদাতা: কিন্তু শিক্ষনীয় হিসাবে বড় বড় ডাক্তারের পাশে থেকে শিখেছি এই সব মিলে ১৮ বছর।

প্রশ্নকর্তা: হুম,

উত্তরদাতা: এসএসসি পাশ করার পর থেকে এই ১৮ বছর হলো আমি এই পেশায় আছি। ডাক্তারের ক্লিনিক ও হাসপাতালে ঘোরা-ফিরা পরে এখন এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমাকে একটু বলেন এন্টিবায়োটিক দিতে গিয়ে আপনার কি কি অভিজ্ঞতা হয়েছে? কারণ আপনি বিভিন্ন ডাক্তারের সাথে কাজ করেছেন, নিজে নিজে কাজ করছেন এজন্য আমি জানতে চাইছি আপনার অভিজ্ঞতাটা কি রকম?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক দেয়ার অভিজ্ঞতাটা এখন বুঝি যে ইনশাল্লাহ্ প্রেসক্রিপশন ফলো করতে করতে জানছি এন্টিবায়োটিক ডোজ ৭ দিন প্রয়োজনে তিন দিনও দেয় এটা অবস্থা বুঝে, আর কেটে গেলে ফ্লোক্সোক্সিন লিখে এটা প্রয়োজনে চারবেলা দেয়া যায় ৪*৭ এ ২৮ টাকার ঔষধ দেয়া হয়। আর গ্রামে তো টুক-টাক কাটা-ছেঁড়া হয়, না?

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: কাটা-ছেঁড়া হলে সেলায় করে দিলো তখন বলে আমাকে একটা এন্টিবায়োটিক দেন তখন স্বাভাবিকভাবে আমরা দিয়ে থাকি ফ্লোক্সোক্সিন, ৪ ঘন্টা পর পর খেলে আল্লাহর রহমতে সেটা ছেড়ে যায়। এন্টিবায়োটিকটা তাহলে কাটা-ছেঁড়ার জন্য দ্রুত কাজ করে। এখন বর্তমানে সিপ্রোক্সিমও ব্যবহৃত হয় বা সেফ-থ্রি ব্যবহৃত হয় ৪০০ এমজি বা ৫০০ এমজি ব্যবহৃত হয় সকাল-বিকাল দুই বেলা ৭ দিন। ইনশাল্লাহ আমার ওদের মত অভিজ্ঞতা আসছে এই ঔষধগুলো ভাল কাজ করে এবং ঔষধগুলোও (এন্টিবায়োটিক) ভাল।

----------১৫:১২

প্রশ্নকর্তা: এরকম আর কি কোন রোগের জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় যেটা আপনি আমাকে বলতে চান বা জানায়তে চান? যেহেতু এই বিষয়ে আমি জানি না বলা যায় আপনার সেই ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা আর আমার বলা যায় কোন কিছু নেই।

উত্তরদাতা: এই ধরেন একটা লোকের সাধারণ জ্বর আসছে তার যদি জ্বরটা না ছাড়ে ৩ দিন সে প্যারাসিটামল খেলো সকাল-বিকাল-দুপুর তিন বেলা খেলো, হয়তো ধরেন নাপা বা এইস-প্লাস খেলো যদি না ছাড়ে তাহলে তাকে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়। তারে তখন বলি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ব্লাড চেক কর, চেক করে হয়তো কালা জ্বর হয়ছে কি না হয়তোবা কোন ভাইরাসে আক্রান্ত হলো কিনা, বা তোমার টিবি বা যক্ষা হয়েছে কি না বা কি সমস্যা সেটা পরীক্ষা করার পরে যদি সঠিক রেজেল্ট আছে তাহলে আমরা প্রেসক্রিপশন ফলো করে ঔষধ দিই।

প্রশ্নকর্তা: আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আমাকে এটা একটু বলেন এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা বাড়ছে না কমছে বর্তমানে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার আগের চেয়ে আনেক বেড়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা: অনেক বেড়ে গেছে। কেন?

উত্তরদাতা: এরকম উন্নত ঔষধ আগে ছিলোই না। আগে এ্যামোক্সাসিলিন, সেপারাডিন, সেপারাড বা সিপোপ্লোক্সাসিন এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু এখন বর্তমানে অনেক ঔষধ আসছে। এ্যালার্জির জন্য হিস্টাসিন দেওয়া হয়। নতুন করেছে এবাডিন, এবাস্টিডিন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এগুলো তো এন্টিবায়োটিক না।

উত্তরদাতা: না এন্টিবায়োটিক না।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা আগের তুলনায় বেড়েছে...

উত্তরদাতা: অনেক বেড়ে গেছে। সাধারণ জ্বর আসলেও আবার কাটা-ছিঁড়ার জন্যও এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে আবার সিজার করলে তো এন্টিবায়োটিক শিওর দেয়, বা প্রস্রাবের ইনফেকশন হলে বা জ্বর ছাড়তেছে না জ্বর অনেক বেড়ে গেছে তখন... আর কালা জ্বর হলে তো সেটা ভেকসিন ব্যবহার করতে হয়। সাধারণ জ্বর যদি ৭ দিনের উপরে বা এক মাসের উপরে থাকে তাহলে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তারমানে আপনি বলছেন আগের তুলনায় এন্টিবায়োটিক ব্যভহারটা বেড়েছে। ১৮ বছর আগে যেরকম ব্যবহার হতো এখন যেরকম ব্যবহার হচ্ছে তার আলোকে...

উত্তরদাতা: তারচেয়ে অনেক বেশি।

প্রশ্নকর্তা: এটা কেন? কেন ব্যবহার বাড়ছে?

উত্তরদাতা: এটা বর্তমান যুগটা তো ক্যামিকেলের যুগ আমরা যে খাবার খাচ্ছি, সেখানে বিভিন্ন প্রকার সার প্রয়োগ হচ্ছে, বিভিন্ন ফরমালিন প্রয়োগ করা হচ্ছে এজন্য মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা অনেক কমে গেছে, মানুষের দৈহিক ক্ষমতা অনেক কমে গেছে, মানুষের কাজ নাই এখন বসে থাকার চেষ্টা করে বেশি, চায়ের দোকানে বসে থাকে, আড্ডা দেয়। বসে থাকার কারণে তাদের কাজ করার শক্তি থাকে না মানে মানুষ তাই অল্পতে দুর্বল হয়ে যায়। প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে তাকে এন্টিবায়োটিক খেতে হয়। আর বলিস্ত একজন লোকের অসুখ হলে ঔষধই খাওয়া লাগে না ইনশাল্লাহ। আমার পরামর্শ হলো বেশি করে লেবুর সরবত খান, শ্বাক-সবজি বেশি করে খান, খাওয়া-দাওয়া ভাল করেন ছেড়ে যাবে। আর আমরা গ্রাম পর্যয়ে চিকিৎসা দিয়ে থাকি কালা জিরা

আছে না সেগুলো বেতে রসুন বেশি করে দিয়ে ঝাল কম দিয়ে খান দুই বেলা তিন বেলা খেলে ইনশাল্লাহ আপনার জ্বর ভাল হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা: এরকম বলেন।

উত্তরদাতা: আর পিরষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে বলি।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু আপনি বলতেছেন আগের তুলনায় এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে, কারণ..

উত্তরদাতা: মূল কারণ এটাই। বর্তমানে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে। বিভিন্ন কীটনাশক খাবার খাচ্ছে, সবজি-ফল যা খাচ্ছে তার মধ্যেও বিভিন্ন ভেজাল রখেছে।

প্রশ্নকর্তা: এই খাওয়া-দাওয়া ছাড়া আর কোন ব্যপার জরিত কিনা এই এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বৃদ্ধির পিছনে?

----------২০:০০

উত্তরদাতা: এখন বিভিন্ন বিভিন্ন রোগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে আগে তো এরকম ভিন্ন ভিন্ন রোগ হয়তো বুঝতোই না মানুষে আর পরীক্ষায় হইতো না। পরীক্ষা করার পরে বড় বড় ডাক্তার, গবেষকরা বুঝতেছে এই এই রোগের এটা প্রতিষেদক হিসাবে কাজ করে। এরকম কারণে হচ্ছে আরকি।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে আপনি বলতেছেন...

উত্তরদাতা: যে রকম অবস্থা সেরকম ব্যবস্থা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা সচরাসর আপনি এখানে থেকে কি ধরণের এন্টিবায়োটিক রোগীদের দিয়ে থাকেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। সচরাসর হলো এই যে ফাইমক্সিল, এ্যামোক্সিলিন গ্রুপ, সেফারিডিন, সেফারড, ফ্লোফ্লোক্সাসিলিন এরকম, তারপরে আবার সেফিক্সিম, সেফ-থ্রি বা সিপ্রোক্সিম, এক্সন গ্রুপের দিলে এক্সন ডাক্তার যেভাবে প্রেসক্রিপশন দেয় সেভাবে ইনজেকশন দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তা: আপনি বলছেন যখন ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন লিখে আর যখন ডাক্তার প্রেসক্রিপশন না লিখে তখন?

উত্তরদাতা: তখন প্রথমবারে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি না। হয়তোবা সাধারণ জ্বর আসলে প্যারাসিটামল, সাথে ভিটামিন সি, বা একটা সরবত দিলাম এ্যালকেলি বোতল সিরাপ। যে এটা খান ইনশাল্লাহ অসুখ ছেড়ে যাবে আর না গেলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন এমন হলো তার এন্টিবায়োটিকের দরকার হলো আবার ডাক্তারও দেখাতে পারছে না যেহেতু গ্রামঞ্চল, সামর্থ্য না থাকতে পারে, এক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা: এরকম হলে আমরা যেটা জানি যে ঔষধটা তার ক্ষতি হবে না তার দৈহিক আকৃতি দেখি, বডির সিস্টেম বুঝি, বা রোগের সিস্টেম বুঝে মানে দেহের আকৃতি বুঝে আমরা এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক দেন।

উত্তরদাতা: নরমালটা।

প্রশ্নকর্তা: কোন এন্টিবায়োটিক দেন?

উত্তরদাতা: স্বাভাবিক যেগুলো সেফারড, সেফারডিন, এজাতীয় ঔষধ।

প্রশ্নকর্তা: এগুলো কিজন্য দেওয়া হয়?

উত্তরদাতা: এটা ঠান্ডা, জ্বর, কফ, কাশির জন্য দেওয়া হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটা কি বাচ্চাদের জন্য নাকি বড়দের জন্য?

উত্তরদাতা: এটা সিরাপ জাতীয় সাসপেনশন হলো বাচ্চাদের জন্য আর বয়স্কদের জন্য ক্যাপসূল।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটা আপনি ব্যবহার করেন যদি...

উত্তরদাতা: এটা করি আবার পাশাপাশি সিপ্রোফ্লক্সাসিন বা সিপ্রো এগুলোও দিই ৭ দিনের ডোজ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এগুলো ৭ দিনের ডোজ।

উত্তরদাতা: জ্বী ৭ দিনের দেওয়া হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, যদি এগুলোতেও ভাল না হয়?

উত্তরদাতা: এগুলোতে ভাল না হলে ওই মির্জাপুর হাসপাতালে যান, রক্ত পরীক্ষা করে অবশ্যই ডাক্তারের পরমর্শ নেন বলি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ওই পর্যন্ত আপনি করেন।

উত্তরদাতা: তার উপরে আর যায় না। কারণ এখানে একটা আওতা আছে না, গ্রাম্য ডাক্তার বা চিকিৎসক হিসাবে একটা লিমিট আছে, ওই লিমিটের উপরে আমরা যাবোনা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: একটা আছে না বারগেদিং করে চেষ্টা করা সেটা আমরা করবো না। আর ডাইরিয়া, কলেরা হলে আমরা স্যালাইন বেশি করে দিই, স্যালাইন ভাল ভাল কোম্পানির আছে বেক্সিমকো আছে ক্লোরাইড স্যালাইন আছে এগুলো তো ছেড়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা: ওইগুলোতে যদি না ছাড়ে?

উত্তরদাতা: না ছাড়লে হাসপাতালে পাঠায় দিবো বাড়তি প্রয়োগ আমরা করবো না।

প্রশ্নকর্তা: আর যদি আপনার কাছে এসে বলে আমার আর্থিক কোন সুবিধা নাই তাই ডাক্তারের কাছে যেতে পারছি না তখন? কারণ ডাক্তারের কাছে গেলে তো ভিজিট দিতে হবে?

উত্তরদাতা: হু হু। আমাদের এখানে মির্জাপুর হলো সরকারি, এখানে চিকিৎসা ফ্রি, যতায়ত যা একটু খরচ আর চিকিৎসা ফ্রি। আর আমাদের এখানে আছে না জামুকী, সেখানে ফ্রি চিকিৎসা দেওয়া হয়। আর আমাদের কমিউনিটি সেন্টার আছে সেখানে ফ্রি চিকিৎসা একটু করে।

প্রশ্নকর্তা: কমিউনিটি ক্লিনিকে কি...

উত্তরদাতা: ওখানে আমাদেরমত টুক-টাক একটু দেয় তার বেশি দেয় না। ওই এ্যামোক্সিসিলিন, ফাইমক্সিল এগুলো একটু দেওয়া হয়, প্যারাসিটামল, হিস্টাসিন, এন্টিসিট এগুলো দিয়ে থাকে।

প্রশ্নকর্তা: যখন ডাক্তারের দরকার বেশি লাগে তখন?

উত্তরদাতা: তখন ওরাও বলে দেয় বড় ডাক্তারের পরামর্শ করেন মেডিসিন বিভাগের ডাক্তারের সাথে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই এন্টিবায়োটিক ঔষধ যখন দিচ্ছেন বা বিক্রি করতেছেন বা নিজে দিচ্ছেন লিখে দিচ্ছেন বা মৌখিকভাবে দিচ্ছেন তখন আপনি কোন ধরণের সমস্যা ফেস করেন কিনা?

উত্তরদাতা: না আসলে এরকম সমস্যা হয় না। এমনও হয় মাঝে মাঝে কোন এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলে মাঝে মাঝে তার হয়তো বমি বমি ভাব হয় বা মাথা ব্যথা করে বেশি। তখন বলি মাথায় তেল বেশি করেদিয়ে মাথায় পানি দেন, পানি ব্যবহার করলে স্বাভাবিক মাথা ব্যথা চলে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, যখন রোগী এন্টিবায়োটি ঔষধটা খাওয়ার পরে ...

উত্তরদাতা: এটা হতে পারে তার গ্যাস্টিক বেশি থাকতে পারে তখন বমি বমি ভাব বেশি হবে। আর এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করার পরে তার হয়তো শরীরে এ্যাডজাস্ট হচ্ছে না তার তখন খারাপ লাগবে, খারাপ লাগলে একটু অস্তিরতাভাব হয় তখন মাথায় পানি ব্যবহার করলে সেটা ভাল হয়। এছাড়া হয়তো পাকা পেপেঁ খেলে বা কাচাঁ পেঁপে খেলে এন্টিবায়োটিকের প্রয়োগটা একটু কমে যায় আরকি। খেলে ভাল লাগে। এছাড়া আমরা বলি এই ঔষধটা আপনি আর খাবেন না, যেহেতু এই ঔষধটা খেলে আপনার সমস্যা হয়। তখন সে হয়তো অন্য জায়গা গিয়ে চিকিৎসা করে, পরামর্শ করে ডাক্তারের সাথে। ডাক্তার যেভাবে বলবে সেভাবে ঔষধ খাবে। আর বর্তমানে গ্রামঞ্চলে এত গরিব মানুষ নেই এত যে চিকিৎসা করতে পারবে না। এখানে সবাই প্রায় স্বচল, যেমন বিদেশ গিয়ে মানুষ অনেক টাকা-পয়সা ওয়ালা হইছে, ধনী হয়েছে, বুঝেন নাই?

----------২৫:৩৪

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কিন্তু তারপরেও কিছু লোক আছে আমাদের দেশে যারা ডাক্তার দেখাতে পারে না বা সামর্থ্য থাকে না?

উত্তরদাতা: এখানো হচ্ছে আল্লাহ রহমতের মালিক, এজন্য যার কিছু নেই তার আল্লাহ আছে, এরকম কথা আছে না?

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: সেজন্য যাদের কিছু নেই তাদের আল্লাহই রহমত করে আমরা তো চিকিৎসক হিসেবে কিছু না, কিছু বুঝি না হিসাবে যতই ১৮ বছর অভিজ্ঞতা বা যতই প্রেসক্রিপশন ফলো করি তারপরেও আমরা ঔষধ আল্লাহর উপর ভরসা করে দিই আল্লাহর রহমতে খান এটা, আল্লাহ আপনার আরোগ্য করবো। এটা বিশ্বাস আল্লাহর উপর ভরসা করে খেলে এটা ভাল হয়ে যায় আর না ছাড়লে তো সেটা অন্য ব্যবস্থা হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। যখন আপনি নিজে কোন রোগীকে এন্টিবায়েটিক দিচ্ছেন তখন আপনি নিজে দুচিন্তা বা উদিগ্ন বোধ করেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ অবশ্যই।

প্রশ্নকর্তা: কেন?

উত্তরদাতা: এজন্যই যে আমি তো আমার ভাইকে একটা এন্টিবায়োটিক দিলাম, এটা খাওয়ার পরে তার কি মাথা ব্যথা করবে কিনা, বা বমি হবে কিনা, বা তার গ্যাস্টিক কিরকম আছে এত তো জানি না তবে এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে যেন সেভ থাকে যেন মাথা

ব্যথা না করে এজন্য হয়তো গ্যাস্টিকের ঔষধ দিয়ে দিলাম, বমির ঔষধ দিয়ে দিলাম হয়তো বা জোবরাবিটি বমির জন্য এসকে-এফ কোম্পানির নতুন ঔষধ করেছে আর এপালসেট হলো এরিস্টো ফার্মা কোম্পানির অনেক ভাল ভাল কোম্পানির ঔষধ দিয়ে দিই যাতে তার সমস্যা না হয়। ওটা আবার চুচে খাওয়া যায় মাথা ব্যথা করলে এটা খেলে বমি বমি ভাব চলে যাবে আর গ্যাস্টিক এসিড হলে পাশাপাশি যখন রেবিপাজল গ্রুপের ঔষধ আছে, এরিস্টো ফার্মার রেব, ভিন্ন কোম্পানির রেবিজল আর কুমুদিনির আছে রুবি এই ঔষধগুলো তাড়াতাড়ি কাজ করে গ্যাস্টিকের জন্য। পাশাপাশি আবার সিরাপ আছে যেমন- এ্যান্টাসিট আছে, ফ্লাস এবং উন্নতমানের ঝেলিট এসকে-এফ এর। এগুলো বুক জ্বালা, পেট ফাঁপা, বদহজম এগুলোর জন্য কাজ করে। বদহজম না থাকলে সেলোকের কোন সমস্যা হয় না।

প্রশ্নকর্তা: ওই এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে এত সমস্যা হয় না আর যদি অন্যান্য সমস্যা থাকে হয়তো বা কিডনি সমস্যা থাকে বা কারোর হার্ট উইক থাকে, মানে দেখা যাচ্ছে যে একটা লোক স্বাভাবিক হার্ট উইক তাকে আমরা এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি না কারণ ওর উপর প্রয়োগ করলে তার সমস্যা হয়, তার পালস বেড়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কিভাবে বুঝেন যে তার এই সমস্যা আছে?

উত্তরদাতা: বিপি যখন মাপি তখন বলে আমার অস্তির লাগে, দুর্বল লাগে এই রকম রোগেকে আমরা সাধারণত এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি না, সাধারন ঔষধ দিই। এই সরবত, এ টু জেট ভিটামিন দিই, এই ভিটামিনে তার সমস্যা হয় না। এটা বুঝি যে বেশি হলে একটু পায়খানা বেশি হবে আর কিছু হবে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর শরবত খেলে তো সমস্যা নেই ভাল হবে।

প্রশ্নকর্তা: আর ধরেন আপনার থেকে যারা এন্টিবায়োটিক কিনতে আসে বা আপনি যাদেরকে দিচ্ছেন, দেওয়ার আগে বা দেওয়ার সময় কোন পরামর্শ দেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, পরামর্শ হলো এন্টিবায়োটিক সবসময় পরে খাবেন এবং গ্যাস্টিকের ঔষধ সব সময় খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে খাবেন কারণ এটা আধা ঘন্টা পরে গিয়ে কাজ করে। একমাত্র রেলিপ্লাজল গ্রুপই খাওয়ার ৫ মিনিটের মাথায় কাজ কওে এগুলো নতুন বের হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: এর আগে ছিলো আধা ঘন্টা পরে কাজ করবে মানে খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে গ্যাস্টিকের ঔষধ খাবে, খাওয়ার পরে এন্টিবায়োটিকটা খাবে দুই বেলা করে আর যদি সমস্যা দেখা দেয় তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ করবে এগুলো বলে দিই আরকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ধরেন দিনে কতবার খেতে হবে, বা কখন খেতে হবে এসব কি বলেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক সাধারণত ৭ দিন প্রয়োগ করা হয় সকাল-বিকাল দুই বেলা ১২ ঘন্টা পর পর।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এর পাশাপাশি আরো একটু আগে বললেন পেপেঁ, পাকা পেপেঁ খেতে বলেন।

উত্তরদাতা: হু। পানি বেশি খেতে বলি আর শ্বাক-সবজি বেশি খেতে বলি। আর গ্রামঞ্চলে শ্বাক-সবজির অভাব নেই।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: এখানে প্রচুর পরিমানে আছে।

প্রশ্নকর্তা: নিজের বাড়ির পাশেই তো করা যায়।

উত্তরদাতা: প্রতিষেদক হিসাবে সেগুলো কাজ করে। সবজি, পেয়ারা, পেঁপে, ডালিম যা আছে ইনশাল্লাহ্ সিজনাল ফ্রুট যা আছে এগুলো দেহের জন্য খুব উপযোগি। এগুলো খেলে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে ইনশাল্লাহ।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: এই যেমন আমার যদি জ্বর আসে ইনশাল্লাহ আমি কোন ঔষধ খায় না।

প্রশ্নকর্তা: ও

----------৩০:০০

উত্তরদাতা: বড়জোর নাপা বা প্যারাসিটামল খায় এর বেশি যায় না। কোন এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি না ইনশাল্লাহ॥ মানে আমার একটু হালকা এ্যালার্জি আছে একারণে তারও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ফিকযোপ্লাটিন এরকম খায়ছি তারপরে আর খায়নি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর আমার ছেলের বয়স প্রায় ১০ বছর। ওর এখনো পর্যন্ত কোন এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করিনি ইনশাল্লাহ। ওকে নিরাপদে রেখেছি, পরিষ্কার রেখেছি, যেমন ওর জন্ম হয়েছে শীতের দিনে, তখন আমি মশারির উপর দিয়ে...আমাদের গ্রামঞ্চলে খাট আছে না খাট?

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: ওগুলোতে বেড়া দিয়ে রেখেছি আর বেশি করে মায়ের দুধ খাওয়ায়ছি, ইনশাল্লাহ জ্বর হয় নাই বা ঠান্ডা লাগলেও ওগুলো বেশি বেশি খাওয়ায়ছে তাই ঠান্ডা ছেড়ে গেছে। আমার জানা মতে...ওর বয়স ১০ বছর এখনো পর্যন্ত কোন এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয় নাই।

প্রশ্নকর্তা: এখনো পর্যন্ত?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। যদিও স্বাভাবিক জ্বর আসে, এই যে কিছু দিন আগে চিকনগুনীয়া জ্বর নামে পরিচিত সেটা হইছে তখন ঔষধ আমি খায়ছি মাত্র তিন দিন।

প্রশ্নকর্তা: এখন কেমন আছেন?

উত্তরদাতা: ইনশাল্লাহ এখন ভাল আছি। তবে এই জ্বরে আমি এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করিনি। আমার ছেলেরও জ্বর আসছিলো একদিন একটা নাপা খেলো আর খেলো না বলে বাবা আমার আর লাগবে না, ইনশাল্লাহ ওর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাল ঔষধ লাগে না।

প্রশ্নকর্তা: হু। আপনি এই যে এন্টিবায়োটিক খাওয়ান নাই নিজের ছেলেকে বা আপনি নিজে কেন?

উত্তরদাতা: ওই যে কেন বলতে ওর লাগে নাই ইনশাল্লাহ, একদিন ঔষধ খাওয়ার পরে জ্বর ভাল হয়ে গেছে আর জ্বর আসেই নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: কিন্তু গ্রামঞ্চলে আবার শুনতেছি টিভি বা ফেসবুকে চিকনগুনীয়া জ্বর আসছে, মশার কামড়ে জ্বর হয়, এই জ্বরটা ৭ দিন থাকেই, এর স্বাভাবিক চিকিৎসা প্যারাসিটামল এর উপরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই আর পানি, লেবু,সবজি বেশি করে খাবে। ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: এখানে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। সেই হিসাবে আমি ব্যবস্থা করেছি আর আমি নিজেও তাই তিন দিন প্যারাসিটামল খায়ছি।

প্রশ্নকর্তা: হু হু। আচ্ছা। আমি যেটা জানতে চাইতেছি, ১০ বছর হলো আপনার ছেলে যাকে আজ পর্যন্ত আপনি এন্টিবায়োটিক খাওয়া লাগে নাই।...

উত্তরদাতা: লাগে নাই কারণ আল্লাহ ওরে এরকম অসুখ দেয় নাই, হয়ই নাই এরকম অসুখ, টুক-টাক জ্বর আসলে মাথা, শরীর মুছে দিয়েছি আর নাপা সিরাপ বা ঠান্ডা-কাশির জন্য এ্যম্ব্রোক্স সিরাপ খাওয়ায়ছি, এর বেশি না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এন্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই।

উত্তরদাতা: প্রয়োজন হয় নাই। এর মানে হলো ওর দেহের রোগ প্রতিরোধক কোষগুলো শক্ত।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাল এজন্য ওই সব লাগে নাই ইনশাল্লাহ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওর ক্ষেত্রে এটা আর বর্তমানে আরো তো অনেক বাচ্চা আছে, আর আপনি আগে বলেছেন যে আমাদের দেশে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইছে ?

উত্তরদাতা: বেড়ে গেছে কারণ সব ডাক্তার কম-বেশি এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। সেটা কেন করে বলে আপনার মনে হয়?

উত্তরদাতা: এখন কেন করে, ওই যে আগে বললাম বাংলাদেশের মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবি কম, আমরা যে খাদ্য খায়, শাক-সবজি থেকে আরম্ভ করে মাছ-মাংস, সবকিছুর মধ্যে কিছু না কিছু সমস্যা দেখা দেয়, ওই যে গরুকে কি খাওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ফিড জাতীয় খাবার খাওয়ায় এতে তাড়াতাড়ি গ্রোথ হয় বা বৃদ্ধি হয়, এই সব গরুর মাংস আবার আমরা খায় তাহলে তখন আমাদের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়, হার্ট উইক হয়, আর প্লট্রি যেমন আছে, বর্তমানে প্লট্রি, সেগুলো ৩১ বা ৩০ দিনে দেড় কেজি হয়, একটা ১৫শ গ্রাম হয়, ৩০ দিনে ১৫শ গ্রাম হওয়ার কারণে তাহলে ওটারে কি খাওয়ার খাওয়ানো হয়।

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: আর আমাদের দেশের মুরগীগুলো মনে করেন ৩০ দিনে ছোট থাকে ১০০ গ্রামও হয় না, ৫০ গ্রামও হয় না, তাহলে ৩০ দিনে ওইগুলো দেড় কেজি বা ১৫শ গ্রাম হয়ে যায় তাহলে ওটারে কি জানি খাওয়ায়। গ্রোথের জন্য যে ফিড জাতীয় খাবার খাওয়ায় সেটা বর্তমানে ক্যামিকেল মিশ্রিত খাবার খাওয়ার কারণে ওটা বৃদ্ধি হয়।

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: আর ওই গোশত আবার আমরা খায়।

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: তাহলে মনে করেন আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মনে করেন কমে যায়। হার্ট বিদ বেড়ে যায় এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে আমাদের এন্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রয়োজন পরে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর আমাদের গ্রাম পর্যায়ে আমাদের যে প্রাকৃতিক ফল আছে এগুলো ভাল কোন সমস্যা নেই, যেমন- কলা, পেঁপে, বেল আছে, এগুলো গ্রামে রোপন করি এগুলো খেলে কোন সমস্যা হয় না।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: আর বাজারে যেগুলো দামী ফল পাওয়া যায় আঙ্গুর, আপেল বা কমলা এগুলো যতই ভাল দেখা যায় তারপরেও এগুলো ভাল না, উপরে ভাল ভিতরে সমস্যা। একটা আপেল খেলে আধ ঘন্টা পরে ঘুম ভাব হয়, এদের মধ্যে পরমালিন দেওয়া আছে বুঝায় যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: দুইটা কলা খেলে দেখা যায় যে আমার ঝিম ঝিম ভাব আছে তখন বুঝা যায় এগুলোর মধ্যে ফরমালিন আছে এজন্য বাইরের কলা না খাওয়ায় ভাল।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আমরা সাধারণ রোগীকে পরামর্শ দিয়ে থাকি যে আমাদের গ্রামে সাধারণ যে গাভী পালা হয় সেগুলোর দুধ খাওয়া ভাল। এই দুধ খেলে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। আর আমাদের গ্রামে যে বিভিন্ন ধরণের সবজি পাওয়া যায় এই সবজি খুব ভাল। যেমন ধরেন- পেয়ারা আছে, কাঠাঁল আছে, আম আছে এগুলো খেলে স্বাভাবিক ভাল হয়।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে কি আপনি বলতে চাইতেছেন শহরের তুলনায় গ্রামে...

উত্তরদাতা: গ্রামে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি, এজন্য বেশি কারন শহরে ভিন্ন গাড়ির চলাচল আছে, যানযট সমস্যা, ধুলার সমস্যা, বায়ু দূষণ সমস্যা, অক্সিজেন সমস্যা, যেহেতু সেখানে কার্বণ-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেশি, যেহেতু ঘন বসতি তাই সমস্যা এতে রোগ বেশি হতে পারে এবং হার্টেও সমস্যা হয় মনে হয়।

----------৩৫: ৫৫

প্রশ্নকর্তা: হু হু। এন্টিবায়োটিক কোনটা বেশি ব্যবহার করেন ? একটু আগে বললেন- ফাইমক্সিল,...

উত্তরদাতা: সেফারডিন, এগুলো মধ্যম স্তরের আরকি।

প্রশ্নকর্তা: ওগুলো ব্যবহার করেন বেশি। ,...

উত্তরদাতা: ইদানিং ডাক্তাররা যেগুলো বেশি প্রেসক্রিপশন করে বেশি সেগুলোর মধ্যে দেখা যায় যে- সিপ্রোক্সজিম + ক্লাবোনিক এসিড বা এ্যমোক্সাসিলিন + ক্লাবোনিক এসিড এগুলো ব্যবহার বেশি হয়।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: পাশাপাশি ডাক্তার লিখে দিয়েছে সিপ্রোক্সজিম + ক্লাবোনিক এসিড, সিবিট, সাথে প্যারাসিটামল, রেনোভা সিরাপ, ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: আবার লিখেছে এ্যাম্বোকসল স্কোয়ারের সিরাপ, ঠান্ডা, স্বদি, কাশের জন্য দেয়। তখন আমরা বুঝি যে নতুন ঔষধ বের হইছে, ফার্মাসিটিকেল থেকে লোক আসে এবং সেমিনার করে আমাদেরকে শিখায়। আর কোম্পানিগুলোর মধ্যে হলো- বেক্সিমকো, স্কোয়ার আসে, এরা নত্রন ঔষধ আসলে এরা আমাদের সেমিনার করে জানিয়ে দেয়। যে ঔষধ নতুন বাজারে আসে এবং এটার কার্যকারিতা এবং এটা এই জায়গায় ব্যবহৃত হয় এবং আমরা ব্যবহারটা ফলো করি এবং ওটা এখানে রাখি। তারপরেও আমরা কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫ টা প্রেসক্রিপশন ফলো করে চিন্তা করি ডাক্তাররা যেহেতু লিখছে তাহলে আমরা দিতে পারবো ইনশাল্লাহ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনি বর্তমানে কোন কোন এন্টিবায়োটিক বেশি দিতে পছন্দ করেন?

উত্তরদাতা: বর্তমানে যদি ছোট বাচ্চা থাকে তিন মাস থেকে ছয় বছর পর্যন্ত বাচ্চার জন্য ব্যবহার করা যায় থ্যাকজেটিল সিরাপ আর স্কোয়ারের জন্য হলো বেনপ্রেক্স।

প্রশ্নকর্তা: এটা কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: এটা হলো লিভোসালবিটামল এই গ্রুপের।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এগুলো এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: হু হু। সেপিক্সজিম এটা বাচ্চাদের জন্য লাগে।

প্রশ্নকর্তা: বর্তমানে এগুলো আপনি ব্যবহার করতেছেন না?

উত্তরদাতা: হু। ডাক্তাররা লেখে। ইদানিং লিখে সেফিক্সজিম আর এটা আমরাও ব্যবহার করি রোগীর পরিস্তিতি বুঝে, যদি ঠান্ডা-স্বদি-কফ না ছাড়ে তাহলে এগুলো ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: তারপরেও কোন একটা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করলাম যে স্যার এই ঔষধটা এরকম এটা আগেও খায়ছে কিন্তু রোগটা ছাড়তেছে না তখন সে বলে এইটা দিয়ে দেন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আপনি আবার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেন?

উত্তরদাতা: পরামর্শ করি তখন সে বলে এটা দিয়ে দেন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এটা কোন ডাক্তারের সাথে আপনি পরামর্শ করেন?

উত্তরদাতা: এই যে এখানে আছে আমাদের এখানে ডাক্তার ..., সে নাক-কান-গলা বিভাগের ডাক্তার আবার মেডিসিন বিভাগেরও ডাক্তার। সে আমার ছোট ভাই লাগে এবং আমাদের পাশাপাশি বাড়ি, সে পাচঁক্ত নামাজ পড়ে আমিও পড়ি, তখন এগুলো আলোচনা করি। আর ওই যে ... সাহেব আছেন মেডিসিনের ডাক্তার তার সাথেও কথা হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। যেহেতু একই লাইনে আছেন তাই কথা হয়।

উত্তরদাতা: আর এখানে বড় বড় ডাক্তার আসলে তাদের সাথে আমরা পরিচিত হই, আমরা পল্লী চিকিৎসক হিসাবে কাজ করি এসব তো ভাল বুঝি না এটা একটু বুঝায় দেন, তখন ওরা বুঝায় দেয় এই রোগের জন্য এটা প্রয়োগ করবেন এবং এর উপরে আর যাবেন না। আসলে তো আমরা প্রথমে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি না এজন্য ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া আমরা কিছু করতে পারি না।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা: তাদের পরামর্শ মত আমরা কাজ করি।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু এই ১০ থেকে ১৫ টা প্রেসক্রিপশন দেখার পরে আপনাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়ে যায়।

উত্তরদাতা: টুক-টাক ফলো করি।

প্রশ্নকর্তা: এই সেপিক্সজিম ছাড়া আপনার দ্বিতীয় পছন্দ কোনটা হবে?

উত্তরদাতা: না এরপরে নেই।

প্রশ্নকর্তা: দ্বিতীয় পছন্দ যেটা আপনি রোগীদের দিতে পছন্দ করেন?

উত্তরদাতা: ও, কাটা-ছেঁড়ার জন্য পেনিসিলিন গ্রুপ মানে ফ্লোফ্লোক্সাসিলিন, এক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক খেতে হবে। সাধারণ টাইফয়েড বা ম্যালেরিয়ার জন্য সিপ্রোসিন লিখবো আর গলায় সমস্যা থাকলে দেয় মোক্সিপ্লোক্সাসিন, এটা উন্নতমানের ঔষধ। এটা হলো এরিস্টো ফার্মার ঔষধ মোকসিলিন নাম। তারপরে ৭ দিনের ডোজ দেয় হলো সিপ্রোসিন। তারপরে ২১ টা দিবে সেপরাড, এ্যামোক্সিলিন দেয় ৭ দিনের।

----------৪০:২১

প্রশ্নকর্তা: তো এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষধ কেনার জন্য যে দাম আছে সেটা কি জনসাধারন কিনতে পারে?

উত্তরদাতা: এই যে গ্রামে আমার দোকান, দোকানে আমার চালান হলো ১ লক্ষ আর বাকি দিছি দেড় লক্ষ, তারমানে কি গ্রাম এলাকা আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় এদের কাছে আমার প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বাকি আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: বাকি আছে কারণ আমরা সবাই এই এলাকারই মানুষ, সবাই পরিচিত।

প্রশ্নকর্তা: ঔষধ নিয়ে যায় বাকিতে?

উত্তরদাতা: দেখা যায় যে ২০০ টাকার বিল হয়েছে, ১০০ টাকা দিলো আর ১০০ টাকা বাকি রেখে যায়। পরক্ষণে আবার পরিবারের আরেকজনের অসুখ হয়েছে আর ওই ১০০ টাকা তো থেকেই গেছে এই করতে করতে বাকিটা আসলে বেড়ে যায়। আর ব্যবসাতে যা লাভ হয় সেটা বাকিতেই পরে থাকে। দেখা যায় যে একটা আমার চাচাতো ভাই অসুখ হয়েছে তাকে কি ফেলা যায় তাকে তো ঔষধ দেওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এভাবে দিতে হচ্ছে।

উত্তরদাতা: আর আমাদের একটা দায়িত্ব আছে না মানুষ হিসাবে আমাদেরই আত্মীয়, আমাদের ভাই বন্ধু, তাদের তো সাহায্য করতে হবে ইনশাল্লাহ, এরা সুযোগ পেলে টাকা দিয়ে দিবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আমি জানতে চাইতেছি ওদের কেনার সামর্থ্যের মধ্যে আছে কি? এবং শরীরে কাজটা কিভাবে হচ্ছে?

উত্তরদাতা: বর্তমানে বাংলাদেশ তো মধ্যম আয় উপযোগী হয়েছে এজন্য সবাই ভালোই কিনতে পারে সমস্যা নাই, পরিবারের কেউ বিদেশ আছে তাদের মাধ্যেমে টাকা আসে তারা সবাই দিতে পাওে সমস্যা নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর যারা একবারে ছোট তাদেরতো আমরা টাকা ছাড়াই ঔষধ দিয়ে থাকি।

প্রশ্নকর্তা: হু, এন্টিবায়োটিক ঔষধ?

উত্তরদাতা: না এন্টিবায়োটিক কি এই যে ফাইমক্সিল দিলাম, দাম হলো মাত্র ৪০-৪৫ টাকা সাথে প্যারাসিটামল দিলাম এবং দাম হলো ৬০ তেকে ৬৫ টাকা এবং বললাম এটা দেওয়া লাগবে না গরিব মানুষ টাকা দিতে পারবেন না। আর যারা বৃদ্ধ বেশি, এরা বলে বাবা আমার তো টাকা নাই একন কি করবো তখন ঔষধ দিয়ে দিই ইনশাল্লাহ এভাবে মাসে ৫-১০ হাজার টাকার জিনিস আমরা টাকা ছাড়া দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক ঔষধের দাম কি অন্য নরমাল ঔষধের থেকে কি বেশি?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ বেশি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কি পরিমাণ বেশি এটা একটু বলেন?

উত্তরদাতা: যেমন একটা নাপা বা প্যারাসিটামল সিরাপের দাম ২০ টাকা ১৮ টাকা কেনা ওই অনুপাতে একটা এ্যামোক্সাসিলিনের দাম হলো ৪৮ টাকা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, ডাবলের বেশি।

উত্তরদাতা: হু। আবার আরো যে এন্টিবায়োটিক বিক্রি করি সেপারেডিন সেটার দাম ৮০ টাকা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর সেফিকজিম আরো বেশি ওটার দাম আরো ১২০ বা ১৫০ টাকা।

প্রশ্নকর্তা: এটা এক পাতা নাকি একটা ঔষধ?

উত্তরদাতা: একটা সিরাপরে দাম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর একটা আছে সেপ্রোক্সিম + ক্লাবোনিক এসিড এটার দাম ২৫০ টাকা করে।

প্রশ্নকর্তা: তো আপনার মতে কি মনে হয়, এই যে পরিমাণ দাম দিয়ে ওরা কিনছে সে পরিমাণ ফলাফল কি তারা পাচ্ছে?

উত্তরদাতা: এটা আসলে কি আগের যে ঔষধ সে তুলনায় বর্তমানে ঔষধ দামী হলেও এত কাজ করতেছে না, সেটা আসলে বুঝি না তবে মানুষের হয়তো প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে আর বাংলাদেশে যে ঔষধ তৈরি হচ্ছে সেটা সঠিক মান নির্ণয় হচ্ছে কি না সেটা আমরা বুঝি না। তবে যদি কাজ করে সেটা আগের তুলনায় কম করে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার মতে আগের থেকে দাম বেড়ে গেছে...

উত্তরদাতা: একটা এ্যমোক্সাসিলিন বা পেনিসিলিন ট্যাবলেট দিলে কাটা ভালো হতো। কিন্তু এখন ওর চেয়ে অনেক অনেক দাম বেশি ঔষধ ব্যবহার করা হয় সেপ্রোক্সিম + ক্লাবোনিক এসিডের দাম হলো একটা ট্যাবলেট ৩০ টাকা ৭ দিন খেতে গেলে প্রায় ৫০০ টাকা এসে যায় না?

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: এটা একটা রোগীর জন্য সমস্যা হয়। তার ইনকাম সোর্স বুঝা লাগবো, ভ্যান চালক বা রিক্সাচালক তার তো কষ্ট হয়, হলেও এরা বলে আমাকে ২ দিনের দেন, আমি আবার আগামীকাল এসে নিবো। এজন্য কেটে কেটে দেওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা: তো কালকে নিবো বললেও সে কি আসলে নিয়ে যায়?

উত্তরদাতা: আবার সমস্যা হলে আসে। বলে দিই এটা ৭ দিনের ডোজ খেতে হবে না হলে সমস্যা হবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটা না হয় আপনি বললেন আর সে যেহেতু টাকার সংকতের কারণে সে দুই দিনে নিয়ে গেলো...

উত্তরদাতা: দেখা যায় যে সে আমার থেকে নিয়ে গেলো পরে আরেক জনের কাছ থেকে নিয়ে গেলো কাগজটা দেখায় নিলো বা ঔষধের পাতাটা দেখায় নিলো।

প্রশ্নকর্তা: তো আপনার কি মনে হয় ওরা কি আসলে সেই ৭ দিনের ঔষধ কম্লিট করে?

উত্তরদাতা: বেশির ভাগই করে আবার বেশির ভাগ নাও করতে পারে। এরা বওে জ্বর তো ছেড়ে গেলে আর কি খাবো। দেখা যায় যে ৭ দিনে ১৪ টা ডোজ দিলে একটানা ১০ টা খেলো তারপরে দেখা গেলো অসুখ ছেড়ে গেছে তখন মনে করে না খেলেও চলবে এবং খায় না।

----------৪৫:০০

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তারমানে হচ্ছে সে দুই দিন দুই দিন করে কিনে।

উত্তরদাতা: টাকা কম এজন্য এভাবে কিনে নিয়ে যায়। আবার এমনও হয় বেশির ভাগ টাকা বাকি রেখে গেলো। ৪০০ টাকার মধ্যে ১০০টাকা দিলো আর বাকি ৩০০ টাকা বাকি থাকলো। আর হয়তো বা সব মিলে ৫০০ টাকা হলো ২০০ টাকা দিয়ে গেলো ৩০০ টাকা বাকি থাকলো পরে দিবে, আবার যদি না আসে তখন বলে আমার তো টাকাই নাই কিভাবে খাবো। তখন আমরা বাকি দিয়ে দিই এবং আমাদের বাকি বেশি হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এখানে অনেক সময় বাকি রেখে যায় আবার অনেক আসে নিতে পারে না এবং খায়ও না।

উত্তরদাতা: ১০টা খাওয়ার পরে ভাল লাগলে আর খায় না এবং আসে না।

প্রশ্নকর্তা: আপনাকে এসে আর কিছু বলে না?

উত্তরদাতা: আমরা তখন বলি খাওয়া লাগে ৭ দিন তুমি ভুল করেছ কেন? তখন তারা বলে ভাল হয়ে গেছি তাই আর খায় নাই। আর তখন কিছু বলি না কারণ পাবলিক যা বুঝে সেটা তারা করবে।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি তাদের জিজ্ঞাস করেন তারা কোর্স শেষ করে কিনা?

উত্তরদাতা: অবশ্যই জিজ্ঞাস করি।

প্রশ্নকর্তা: তখন তারা কি বলে?

উত্তরদাতা: টাকা ছিলো না বা ৫ দিন খাওয়ার পরে ছেড়ে গেছে তাহলে আবার কেন খাবো এরকম বলে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তখন আপনি কি বলেন?

উত্তরদাতা: তখন আমরা বলি এই এন্টিবায়োটিক কোর্স পুরা করতে হয় না হলে সমস্যা হয়।

প্রশ্নকর্তা: কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: একটা ঔষধ প্রয়োগ করলে সেটার ডোজ শেষ না করলে পরবর্তীতে আবার যদি সেই ঔষধ লিখে তাহলে সেটা কাজ করতে চাই না। এটাই সমস্যা।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উত্তরদাতা: কাজ না করলে আবার অন্য এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। তাহলে এন্টিবায়োটিকের প্রয়োগ মাত্রা বেড়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিকের প্রয়োগের মাত্রা?

উত্তরদাতা: ব্যতিক্রম হলে সেই ঔষধে আর কাজ করবে না।

প্রশ্নকর্তা: একটা এন্টিবায়োটিকে কাজ না হলে তখন কি ধরণের এন্টিবায়োটিক দিতে হবে?

উত্তরদাতা: ধরেন এক জনকে এ্যামোক্সাসিলিন দেওয়া হলো, বললাম ৭ দিন খাবেন সকাল-বিকাল-দুপুর তিন বেলা খাবেন ৭ দিন। কিন্তু একজন রোগী তিন দিন খেলো তারপরে আর খেলো না তাহলে তিন দিনে ছেড়ে গেলো বা টাকা ছিলো না তাই নেয় নাই। পরক্ষণে আবার এ্যামোক্সাসিলিন দিলে ওই ঔষধ কাজ করবে কম, কারণ সে ডোজ পুরা করে নাই। ডোজ পুরা না করার কারণে তার দেহে যে ভাইরাস বা ব্যাকটেরেয়া যা হোক এগুলো আবার সোচ্চার হয়ে যায়। মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় ব্যঘাট ঘটে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: যে কোন এন্টিবায়োটিক ৭ দিন বা ১৪ দিন পুরো করতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: একটা এন্টিবায়োটিক কোর্স শেষ না করে আবার সেটা দিলে সেটা কাজ হয় না।

উত্তরদাতা: মানে সেটা ক্রস হয়, বুঝা যায় যে রক্ত কনিকা ক্রস হয়ে গেলো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তখন কি করতে হবে?

উত্তরদাতা: পরবর্তীতে যখন আবার আসে তখন আমরা বলে দিই ডাক্তার যখন ৭ দিন খেতে বলেছে তারমানে ৭ দিনই খাবেন।

প্রশ্নকর্তা: না সে খেলো না, তারপরে আর একটা দিলো সেটাও রক্তে সমস্যা সৃষ্টি করলো, তারপরে কি হয়?

উত্তরদাতা: সমস্যা হলে আমরা ক্লিনিকে পাঠায় দিই বা ফ্রি চিকিৎসা আছে মির্জাপুর হাসপাতালে, কুমুদিনি হাসপাতালে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: অবশ্যই মেডিসিনের জন্য টাকা দিতে হয়, তারপরেও সেখানে চিকিৎসার কোন টাকা নেয় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, সেরকম হলে আপনি কুমুদিনিতে পাঠান। তাহলে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি করা যায়? আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতা: সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমে গ্রামের মানুষ তো একটু অশিক্ষিত, লেখাপড়া কম এজন্য প্রথমে শিক্ষা দরকার, আসলে শিক্ষায়ই তো জাতির মেরুদন্ড।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: যে জাতি যত শিক্ষত সে জাতি তত উন্নত। তাই প্রথম পর্যতে অবশ্যই শিক্ষা থাকতে হবে এবং সবারই সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর শিক্ষিত লোক হলে সে অব্যশই কোর্স ফলো করবে। ডাক্তার লিখেছে ৭ দিন সে ৭ দিনই খাবে। যদি নাও খায় তাহলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবে। তিন দিন খায়ছি আরো কি খেতে হবে? তখন ডাক্তার বলবে অবশ্যই আপনার খেতে হবে। হয়তো বা এমবিবিএস যেটা বলবে সেটাই সঠিক আমরা তো এ্যাসিস্টেন্ট তাই আমরা তো তার উপর কথা বলবো না।

প্রশ্নকর্তা: আপনার থেকে আর একটা জানতে চাইবো, এই যে ম্যাক্সিমাম লোক এই এলাকায় এরা কি এন্টিবায়োটিক কোর্স পুরা করে নাকি পুরা করে না?

উত্তরদাতা: না বেশিরভাগই পুরা করে। কিছু লোকই হয়তো পুরা করে।

----------৫০:০৪

প্রশ্নকর্তা: কোন শ্রেণীর লোক পুরা করে না?

উত্তরদাতা: ওই যারা বেশির ভাগ অশিক্ষিত বা টাকা পয়সা যাদেও খুব কম তারাই পুরা করে না। আর যারা শিক্ষিত, টাকা পয়সা আছে তাদের তো টাকার সমস্যাই নেই ইনশাল্লাহ। প্রথমে তো এটা টাকা সমস্যাই বড় সমস্যা। টাকা যদি থাকে ৫০০ টাকার জায়গায় সে ৬০০ টাকা দিতে পারে। আর দ্বিতীয় সমস্যা হলো ডাক্তার বলেছে তাই খাবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, আপনার মনে হচ্ছে টাকার সমস্যা প্রধান সমস্যা আর একটা কথা বলেছেন যাদের টাকা আছে তারা খায়তেছে। এছাড়া কি কোন কারণে তারা না খেয়ে থাকে? আর সব শিক্ষিত পরিবার কি ডোজ পুরা করে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, যারা শিক্ষিত তারা সবাই ইনশাল্লাহ কোর্স পুরা করে, যে ডোজ তাদের দেওয়া হয় তারা সেগুলো সেভাবে খায়। প্রয়োজনে ডাক্তারের কাছে আবার যায়, আর এই গ্রামে টাকা যাদের কম, গরিব তারা আসলে খেতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা: আর একটা কথা জানতে চাই মহিলা, শিশু, বা পুরুষ ভেদে এখানে কোন পার্থক্য আছে কিনা?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ সেটা অবশ্যই আছে।

প্রশ্নকর্তা: মানে, শিশুরা কি ডোজ পুরা করে? এরা তো নিজে নিজে খায় না?

উত্তরদাতা: শিশু যারা তাদের মা-বাপ বা গার্জিয়ান আছে তাদের খাওয়ার কথা বলে দেওয়া হয় কারণ শিশু সেতো আর বুঝে না।

প্রশ্নকর্তা: সে জন্য বলছি এদের কোর্স কি পুরা করা হয়?

উত্তরদাতা: বাচ্চার বয়স অনুযায়ী সিরাপ আছে ৫০ এমএল বা ৬০ এমএল।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কি মনে হয় মা'রা বা গার্জিয়ানরা কি কোর্স পুরা করে খাওয়ায়?

উত্তরদাতা: ওই যে যারা শিক্ষিত বা বুঝে তারা আসলে ডোজ ম্যনটেন করে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আর যারা বুঝে না তারা পুরা করে না, এরা আল্লাহ ভরসা করে চলে।

প্রশ্নকর্তা: আপনি যখন ঔষধ দেন তখন আপনি এন্টিবায়োটিকটা বেশি প্রাধান্য দেন নাকি নরমাল ঔষধটা বেশি প্রাধান্য দেন মনে রোগীকে দেওয়ার ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা: আমরা এখানে আসলে প্রথমে জিজ্ঞাস করি তোমার সমস্যা কি? সমস্যা বুঝে প্রথমবারে আমরা এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের চেষ্ট করি না। স্বাভাবিক যে ঔষধ প্যারাসিটামল থেকে শুরু করি, আর যদিও এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করি সেটা নরমালটা প্রয়োগ করি্। হয়তো মনে করেন ঠান্ডা, স্বদি কম হলো তাকে আমরা ফাইমক্সিল ক্যাপসূল ৫০০ দিলাম বয়স্ক হলে, আর পাশাপাশি প্যারাসিটামল দিলাম ৩ দিন দিলাম, আর যদি না হয় তাহলে ৭ দিন খেতে হবে। পরবর্তীতে আসলে তখন তাকে ভিটামিন সিরাপ দিয়ে দিলাম ভিটামিন বি কম্প্যালেক্স দিলাম।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এন্টিবায়োটিক রোগের কোন পর্যয়ে দেন? এটা কি লিখে দেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক লিখে না মুখে মুখে দেওয়া হয়। আমরা প্রেসক্রিপশন করি না কারণ এটা আমাদের অধিকার নাই। আর প্রেসক্রিপশনের দরকার হলে তো আমরা ডাক্তারের কাছে পাঠায় দিই। আর টুক-টাক যেটা দিই সেটা মুখে বলে দিই এবং ওই প্যাকেটের উপর লিখে দিই যে এটা সকাল-বিকাল-দুপুর এক চামচ করে খাওয়াতে হবে। বা বয়স অনুপাতে যার ২ তেকে ৩ বছর বয়স তাকে এক চামচ করে দেওয়া যায়, আর যার ৬ থেকে ৭ বছর তাকে আড়াই চামচ করে দিলাম।

প্রশ্নকর্তা: তো এই নির্দেশনাগুলো কিভাবে দেন?

উত্তরদাতা: নির্দেশনাগুলো যার ৭ দিনের প্রয়োজন তাকে ৭ দিনের দিয়ে দিই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই নির্দেশনাগুলো কিভাবে দেন. যেহেতু আপনি মুখে প্রেসক্রাইব করতেছেন?

উত্তরদাতা: নির্দেশনাগুলো প্যাকেটের উপরে লিখে দিই। জ্বর আসছে ছোট বাচ্চা ২ বছর তাকে বলি এই যে নাপা সিরাপ তাকে দেড় চামচ করে ৩ দিন খাওয়াবেন, সাথে প্যারাডিন সিরাপ একটা দিলাম এক চামচ করে এক বেলা তাতে ইনশাল্লাহ বেশিরভাগ ছেড়ে যায়, যদি না ছাড়ে তখন হয়তো এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা লাগে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ক্লিনিকে গেলে ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা দিয়ে দিবে এরপরে এন্টিবায়োটিক দিবে।

----------৫৫:১৩

প্রশ্নকর্তা: আর এন্টিবায়োটিক তো আপনিও দেন?

উত্তরদাতা: দেই না আসলে খুব কমই দিই। যদি দিই সেটা নরমাল হিসাবে দিই, বয়স হিসাবে, রোগ দেখে দিই, এবং বয়স্ক লোকের তার দৈহিক আকৃতি এবং সিস্টেম বুঝে তার হার্টের সমস্যা নাই জানা থাকলে যেমন আমার মামাতো ভাই, চাচাতো ভাই এদের জানি যে সুস্থ লোক এই টুক-টাক এটা খেলে কোন সমস্যা হবে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, যখন দেন বাচ্চাদেরগুলো না হয় সিরাপের প্যাকেটে লিখে দেন বয়স্কদের কি করেন?

উত্তরদাতা: বয়স্কদের ওই যে ক্যাপসূল বা ট্যাবলেট কেটে দিতে হয় তিন বেলা কেটে দিই ওই যে পাতায় কেটে দিই। তিন বেলা হলে তিন বার দিই আর দুই বেলা হলে দুই বার কেটে দিই।

প্রশ্নকর্তা: কেটে দিলে ওরা বুঝে?

উত্তরদাতা: হু। আর সিপ্রোসিন যদি দিই দুই বেলা করে দুই বার কেটে দিই। আর যদি প্যারাসিটামল হয় সকাল-বিকাল-দুপুর তিনবেলা কেটে দিলাম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, তারমানে আপনার নির্দেশন ওদের কাছে এভাবে যায়।

উত্তরদাতা: যদি অশিক্ষিত হয় আমার কাটা দেখে বুঝে যে তার তিন বেলা খাওয়া লাগবে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু। আর যদি শিক্ষিত হয়?

উত্তরদাতা: আর শিক্ষিত হলে সে তো এমনিই বুঝে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: দেখা গেলো তিনটা ঔষধ দেওয়া হলো একটা হলো এ্যামোক্সাসিলিন, একটা নাপা বা প্যারাসিটামল আর একটা হলো প্যাকযোপ্যারাডিন, এটা এক বেলা খাওয়া লাগবে প্রতিদিন রাত্রে শোয়ার সময়, খাওয়ার আগে। এ্যামোক্সাসিলিন সকাল-বিকাল-দুপুর তিন বেলা তিনটা কাটা দিয়ে দিলাম। আর প্যারাসিটামলটা তিনবেলা।

প্রশ্নকর্তা: এই যে নরমাল ঔষধ এবং এন্টিবায়োটিক ঔষধ এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা: পার্থক্যটা হলো আমরা যেটা বুঝি নরমাল ঔষধটা খেলে তেমন কোন ক্ষতির মাত্রা হবে না যেমন- কিডনীতে এ্যফেক্ট হবে না বা হার্টে কোন সমস্যা হবে না, আর এন্টিবায়োটিক যেটা ভাল করছে বা উন্নত করেছে এগুলো ব্যবহারের জন্য ওই ডাক্তাররাই আমাদের সাজেশন দেয় এ্টা উন্নত এটা ব্যবহার করলে সমস্যা নাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে এন্টিবায়োটিকের সাথে নরমাল ঔষধের পার্থক্য আপনার মতে নরমাল ঔষধ খেলে দেহে সমস্যা হয় না।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বেশি প্রয়োগ করলে সমস্যা হয় কারণ ডোজ বেশি হলে মানে ৭ দিনের ওভার হলে সমস্যা হয়, আবার তিন দিন খেলো দুইদিন খেলো না তাহলেও সমস্যা হয়, আমরা যতদূর বুঝি এটা রক্তের মধ্যে সমস্যা হয়ে যায়। দেখা গেলো এন্টিবায়োটিক খায়তে খায়তে বন্ধ করে দিলো তখন ওই ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া মানে একটা লোক যদি এন্টিবায়োটিক খায় যদি অসুখ কমে গিয়ে বন্ধ করে দিলো তখন দেখা যায় সেই অসুখটা পুনরায় আবার দেখা দিলো।

প্রশ্নকর্তা: এটা সমস্যার কথা বললেন আমি এখন পজিটিভ দিক সম্পর্কে জানতে চাই সেটা কোনগুলো হবে? পজিটিভ পার্থক্য কোনটা হবে?

উত্তরদাতা: যখন আমাদের কাছে রোগীরা আসে তখন আমরা বলি আপনার সমস্যাটা কি বলেন? তখন সে বললো আমার ঠান্ডা-স্বদি-জ্বর-কাশ এরকম হয়তোবা গলায় সমস্যা বা চোখে সমস্যা, সমস্যা বুঝে যে বিভাগে ডাক্তার আছে সেই ডাক্তারের কাছে পাঠায় দিই।

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: বুকের সমস্যা থাকলে বক্ষ ব্যধিতে পাঠায় আর চোখের সমস্যা থাকলে চোখের ডাক্তারের কাছে পাঠায়, আর বর্তমানে জোড়ায় ব্যথা আর গ্যাস্টিকের ব্যথা থাকে তখন তাদের ডাক্তারের কাছে পাঠায় দিই। এজন্য উন্নতমানের ক্যালসিয়াম ঔষধ রয়েছে যয়েন্ট-প্লাস, ক্যালবোডি এগুলো আছে।

প্রশ্নকর্তা: এগুলো তো নরমাল ভিটামিন।

উত্তরদাতা: ভিটামিন কি এগুলো ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন জড়িত।

প্রশ্নকর্তা: হু, তাহলে এন্টিবায়োটিকের সুবিধাটা কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকের সুবিধা বলতে একটা রোগী যদি এন্টিবায়োটিক খেলো ভাল হয়ে গেলো তো ভালো। একটা রোগী তার অসুখের জন্য একটা মেডিসিন ব্যবহার করলো ছেড়ে গেলো এটাই তো সুবিধা। আর যদি বমি বমি ভাব হইছে বা এ্যালার্জি হইছে তাহলে সেটার প্রয়োগ বন্ধ করে দিতে হবে, কারণ সবাই তো পেনিসিলিন ঔষধ খেতে পারে না এ্যালার্জি দেখা দেয়। বা একজন আছে যে প্লোগাল ঔষধ খেতে পারে না সমস্যা করে যেমন- আমি খেতে পারি না খেলে সমস্যা হয়।

----------৬০:৩২

প্রশ্নকর্তা: এটা কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: এটা হলো যাদের শরীরে বেশি এ্যালার্জি আছে তারা খেতে পারে না। এটা আমরা প্রয়োগ করি না যদি করি তাহলে আগে ব্লাড টেস্ট করি, তাহলে আর সমস্যা হয় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর একটা বিষয় জানতে চাইতেছি এন্টিবায়োটিক সম্পর্কে, এই যে এন্টিবায়োটিক নিতে লোকজন তো আসে আপনার কাছে, আপনার নিজের দোকান আছে, ঔষধ বিক্রি করতেছেন; লোকজন যখন আসে তখন তার কাছে হয়তো প্রেসক্রিপশন থাকে না তারপরেও এন্টিবায়োটিক চাইতে আসে তখন কি করেন?

উত্তরদাতা: না, প্রেসক্রিপশন ছাড়া আসে না, কারণ প্রেসক্রিপশন বাড়িতে রাখা থাকে কিন্তু ঔষধের নাম তার মুখস্থ যেমন- সিপ্রোসিন ডাক্তার তাকে খেতে বলেছে ১৪ টা, টাকা কম থাকার কারণে সে নিয়েছে ৪ টা পরে হিসাব করে দেখা গেলো তার বাকি আছে ১০টা। আর সে এসে বলে আমাকে সিপ্রোসিন দেন, আমি বললাম কে লিখছে? সে বললো ওই ডাক্তার লিখেছে, তাহলে সে কতগুলো দিয়েছে? বললো যে ১৪টা দিয়েছে ৪টা নিয়েছি আর ১০টা খাওয়া লাগবে এভাবে চলে।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনি বলতে চাইতেছেন প্রেসক্রিপশন ছাড়া আসে কিন্তু তারা সেটা বাড়িতে রেখে আসে।

উত্তরদাতা: বাড়িতে রেখে আসলেও রোগীর জানা আছে যে প্রেসক্রিপশনে এই ঔষধ লেখা আছে, সেটা সে বলে। তারপরেও আমরা জানতে চাই এটা কিজন্য বা কোন ডাক্তার দিয়েছে। আসে না বর্তমানে অনেকে শুধু শুধু ঔষধ খেতে চাই, কিছু ঔষধ আছে যেগুলো খেলে স্বাভাবিক ঘুম আসে এগুলো বেশি খেলে সমস্যা হয়, এগুলো খেলে মরবে না কিন্তু সমস্যা হতে পারে। (কাস্টোমার: ওপটিমক্স আছে?)

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা সে পল্লী চিকিৎসক তাই।

উত্তরদাতা: পল্লী চিকিৎসক না হলে দিতাম না, সাধারণ পাবলিক চাইলে প্রেসক্রিপশন চেয়ে নিতাম।

প্রশ্নকর্তা: হু। কি নাম বললেন ঔষধটা?

উত্তরদাতা: এটা ওপটিমক্স। একটা ৪০ টাকা করে।

প্রশ্নকর্তা: ও, তাহলে তো এটা অনেক দামী। এটা কিজন্য দেয়?

উত্তরদাতা: এটা বিশেষ করে নাক-কান-গলা বিভাগের ডাক্তার দেয়। গলায় সমস্যা হলে দেয়। ওপটিমক্স এটা ৪০০ মিলি গ্রাম।

প্রশ্নকর্তা: যারা জানে ...

উত্তরদাতা: সে প্রেসক্রিপশন পাইছে তাই তো আমার কাছ থেকে নিছে।

প্রশ্নকর্তা: আবার বললেন উনি নিজে একজন পল্লী চিকিৎসক।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন আপনার কাছে শিক্ষিত একজন আসলো, আপনি তাকে জানেন আপনার খুবি পরিচিত এবং সে আপনার থেকে কোন এন্টিবায়োটিক চাইলো তখন আপনি দিয়ে দেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ। কারণ তার থেকে আমি আনি , সে আমার থেকে নিয়ে নেয় তাই। আমারতো স্বাভাবিক টাকা কম আর যা আছে এলাকায় বাকিতে দিয়ে দিয়েছি, আসলে কিছু বিক্রি করি আবার কিছু কিনি সব সময় রানিং আবস্থায় আছে আমার ঔষধ স্টকে থাকে না। ওই সপ্তাহে প্রতিদিনই আসে রিপ্রেজেনটেটিব, সপ্তাহে প্রতিদিন বলতে একদিন আসলে স্কোয়ার, আর একদিন বেক্সিমকো, আরেকদিন রেনেটা এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রতিদিনই আসে। আর আমার ঔষধ ঘরে বসে থাকে না। এক বক্স থাকে আর শেষ হলে অর্ডার দিয়ে দিই, এভাবে হলে গুণগত মান ভাল থাকে, আর আমার বিল্ডিংও ঠান্ডা থাকে।

প্রশ্নকর্তা: হু , এখানে ঠান্ডা আছে। আমি আর একটা কথা জানতে চাই, এই যে আপনি মুখে মুখে প্রেসক্রিপশন করেন একটু আগে বলেছেন, তাহলে সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে করেন?

উত্তরদাতা: মুখে মুখে বলতে যেগুলো একটু সাধারণ হোঁচট খেয়ে কেটে গেলো তখন ওই হ্যাকসিশন স্যাবলন দিয়ে হালকা একটু বেধেঁ দিলাম।

প্রশ্নকর্তা: এটা কি এন্টিবায়োটিক? এটা তো এন্টিবায়োটিক না।

----------৬৫:১৩

উত্তরদাতা: এটা এন্টিবায়োটিক না। আচ্ছা এটা ব্যবহার করার পরে তাদেরকে ৭ দিনের ঔষধ খেতে বললাম, নরমাল হলো কম দামের মধ্যে পেনিসিলিন গ্রুপের, তিন বেলা খান ২১টা, এটা ছেড়ে যাবে। পাশাপাশি ভিটামিন-সি আছে সিভিট দিলাম এটা দুইবেলা খাবেন সকাল-বিকাল ৭দিন তাতে অল্প টাকায় হলো।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক কোনটা?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক হলো পেনিসিলিন।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: এটা হলো নরমাল এন্টিবায়োটিক। নরমাল মানে জিনিসটা কাজ কম করে না মানে হলো জিনিসটা দামের দিক থেকে কম এবং সহজলভ্য। এটা এক পাতা মাত্র ২৫টাকা আর মোক্সাসিল হলো একটার দাম ৪০ টাকা তাহলে পার্থক্য হলো, না?

প্রশ্নকর্তা: হু। তো এই ক্ষেত্রে রোগীরা কোন ধরণের ঔষধটা নিতে বেশি পছন্দ করে?

উত্তরদাতা: রোগীরা স্বাভাবিক কম দামেরটা বেশি পছন্দ করে, গ্রাম পর্যায়ে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। কিভাবে চাই?

উত্তরদাতা: বলে যে আমার ঠান্ড-স্বদি-কফ তাহলে আমাকে এক পাতা ফাইমক্সিল দেন। তখন আমি বলি আপনি তো এক পাতা নিবেন না, আপনার খাওয়া লাগবে কমপক্ষে ৭ দিন। তাহলে ৩*৭= ২১ টা নেন। আর পাশাপাশি ভিটামিন-সি নেন ৭ দিনে ১৪ টা

খাবেন দুই বেলা করে, আর গ্যাস্টিকের জন্য এন্টিসিট- প্লাস সিরাপ বা ট্যাবলেট, হয়তোবা রেনট্রিট এগুলো দুইবেলা করে ৭ দিন খাবেন। তাহলে অল্প টাকায় ঔষধ কেনা হয়ে গেলো।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন এরকম হলো আপনার দেওয়ায় লাগলো দামী ঔষধ ধরেন ওপটিমক্সের মত ঔষধ, তখন?

উত্তরদাতা: রোগী চাইলে আমরা দিই না এরকম ঔষধ, কারণ এটা তো ডাক্তার লিখে নাই তাহলে তুমি এটা খাবে কেন? এটা তো তোমার প্রয়োজন নেই। আমরা তাকে বলে বুঝায় এটা পরে আপনার সমস্যা হতে পারে, কিডনীতে সমস্যা হতে পারে, এটা খেতে হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: যদি ডাক্তার লিখে দেয় কিন্তু রোগীই ওটা কেনার সামর্থ্য নাও থাকতে পারে তখন সে যদি আপনাকে বলে এটা তো বেশি দামী আমাকে কম দামী দেন এভাবে চাই কিনা?

উত্তরদাতা: ডাক্তার যখন লিখে দেয় তার উপর একটা বিশ্বাস আসে, এটা ডাক্তার লিখে দিয়েছে এটা আমার খাওয়া লাগবেই।

প্রশ্নকর্তা: আপনার এত দিনের প্যাকটিসে কখনো কি এরকম কিছু ফেস করেছেন যে রোগীকে হয়তো ডাক্তার কোন দামী এন্টিবায়োটিক দিয়েছে সেই ঔষধটা কেনার তার হয়তো সামর্থ্য নাই তখন রোগী আপনার থেকে কোন পরামর্শ বা এরকম কিছু চাই কিনা?

উত্তরদাতা: এরকম আসলে হয় না, আসলে যাদের টাকা পয়সা আছে তারাই তো বেশি ক্লিনিকে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: সাধারণ যারা তাদের আল্লাহর রহমতে রোগই কম হয় এবং তারা ডাক্তারের কাছে যায়ই না। টুক-টাক এমনি আল্লাহ রহমত কমে, আর জ্বর আসলে নাপা প্যারাসিটামল খায়, তাদের জন্য আমরা এন্টিবায়োটিক প্রয়োগই করি না, প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ওই ঠান্ডা লাগলে বিভিন্ন ধরণের সিরাপ আছে সেগুলো খায়তে বলি। আর লেবু আছে না, আমাদের দেশের লেবু খুবই উপকারি, এই লেবুর রস খেলে সাধারণ স্বদি-কাশি কমে যায়। দেখা যায় যে একটা এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলে কাজ যতটুকু হবে তারচেয়ে বেশি কাজ হবে এই লেবু খেলে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই যে আপনার দোকানে যে ঔষধগুলো আছে এর মধ্যে কোন কোন ঔষধগুলো বেশি লাভজনক ব্যবসার ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা: ব্যবসার ক্ষেত্রে আসলে হলো কি বেশির ভাগই হলো ভিটামিন জাতীয় ঔষধগুলো। ভিটামিনটা স্বাভাবিক লাভজনক বেশি যেমন বিভিন্ন ধরণের সিরাপ বললাম সিনকারা হামর্দদ কোম্পানির, আমরা জানি যে হামর্দদ কোম্পানির ঔষধ খুব ভাল ঔষধ, এটা সারাদেশে বা বিশ্ব বাজারে চলতেছে। মাস্তরি এগুলো খুব ভাল ঔষধ, আমরা জানি এগুলো প্যাকটিকেল অভিজ্ঞতা থেকে জানি। এই যে আবার ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির ঔষধ আছে যেমন অশ্বগন্ধারিস্ট, মাস্তরিন, এই যে মহিলাদের সাদা স্রাবে জন্যও ভাল ভাল সিরাপ আছে, এটা কোন এন্টিবায়োটিক না। এগুলো প্যাকটিকেল অভিজ্ঞতা থেকে দিয়ে থাকি এজন্যই লিকুরিয়ার সিরাপ একটানা ৩টা খেলে একজন মহিলার সাদা স্রাব ঠিক হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: এইটার দাম কত?

উত্তরদাতা: এটার দাম খুবই কম মাত্র ৯০ টাকা।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে লাভটা কোন জায়গায় হলো?

----------৭০:০৪

উত্তরদাতা: লাভটা স্বাভাবিক এন্টিবায়োটিকের চেয়ে একটু বেশি লাভ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিকের চেয়ে এগুলো বেশি লাভ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে?

উত্তরদাতা: কিভাবে মানে ফার্মাসিস্ট হিসাবে এন্টিবায়োটিক শতকরা ১০%ই হয়তো আমরা লাভ পাই। আর এগুলোতে দেখা যায় আমরা ১৫% লাভ পাইতেছি বা ১২%।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা। এজন্য ওই ধরণের সিরাপগুলো আপনাদের একটু বেশি লাভ হয়। কিন্তু এন্টিবায়োটিকের তো দাম বেশি?

উত্তরদাতা: দাম বেশি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের তো শতকরা ১০% বা ১২% লাভ হয় আর যদি কিছু কমিশন দেয় সেটাই আরকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ১০% লাভ হয় এটাই যথেষ্ট। আর গ্রামে আমরা গরিব মানুষকে একটু ছাড় দিয়ে ঔষধ বিক্রি করি। কারণ আমার লাভ কম হোক কিন্তু বেচা-কেনা যেন বেশি হয় সেটা চাই আরকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনার এই দোকানের মধ্যে কত পার্সেন্ট এন্টিবায়োটিক হবে?

উত্তরদাতা: আমার এই দোকানে গড়ে মিলে ১০০% এর মধ্যে ১০% হবে।

প্রশ্নকর্তা: আর লাভজনক যেগুলো সেগুলো কত পার্সেন্ট হবে?

উত্তরদাতা: লাভজনক বলতে এন্টিবায়োটিক তো ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির আছে, আবার ওই কোম্পানিরই ঔষধ কাশির সিরাপ আছে বাসক সিরাপ এগুলো স্বাভাবিকভাবে লাভজনক।

প্রশ্নকর্তা: মানে আয়ুরবেদিক জাতীয় সিরাপ যেগুলো বলতেছেন সেগুলো লাভজনক। তো ওই ঔষধগুলো কত পার্সেন্ট হবে আপনার দোকানে?

উত্তরদাতা: ১৫% লাভ হবে।

প্রশ্নকর্তা: ১৫% লাভ হবে। কিন্তু আপনার দোকানে মোট ঔষধের মধ্যে কত পার্সেন্ট আছে?

উত্তরদাতা: ওগুলো ২০% আছে। এন্টিবায়োটিকের চেয়ে বেশি আছে। যেমন বিভিন্ন ধরণের আছে- দামী এন্টিবায়োটিক আছে ১০%, মধ্য স্তরের আছে ধরেন ২০%, আবার আরো হাই লেবেলের আছে আরো ১০%, গড়ে দোকানে এন্টিবায়োটিক হচ্ছে ৬০% আর বাকি ৪০% হচ্ছে নরমাল ঔষধ।

প্রশ্নকর্তা: আপনার মতে ব্যবসা করতে গিয়ে কোনটা বেশি বিক্রি হচ্ছে? এন্টিবায়োটিক নাকি অন্য ঔষধ?

উত্তরদাতা: কথা হচ্ছে গড়ে মিলে প্রায় সবই হয়। ধরেন ওই যে একজনকে যদি আমরা বাসক সিরাপ দিই তাহলে কোন চিন্তা করি না কারণ ঠান্ডা-স্বদি হইছে বাসক সিরাপ দিলাম কোন সমস্যা হচ্ছে না, এস্কোরাল একটা সিরাপ দিলাম এটা আমি কোন সমস্যা মনে করি না, কাশির জন্য খাবে হয়তো একটা ফিনাডিন দিলাম এটা এক বেলা করে খাবে এটা কোন সমস্যা করবে না এটা আমি মনে

করি। এগুলো স্বাভাবিকভাবে একটু বেশি বিক্রি করি কারণ এগুলো পাবলিকের জন্য কিনতে সহনীয় এবং স্বাভাবিকভাবে কোন সমস্যা নেই। এজন্য এন্টিবায়োটিক আগেই প্রয়োগ করা ঠিক না।

প্রশ্নকর্তা: আমি আর একটা বিষয় জানবো যে এন্টিবায়োটিক রোগ প্রাতিরোধ করার ক্ষেত্রে কি ধরণের ভূমিকা পালন করে?

উত্তরদাতা: বর্তমানে আসলে কি এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বা খাওয়ার পরে কোন সমস্যা হচ্ছে না ভাল হচ্ছে। আর গবেষণার মাধ্যমে তো একটা নতুন এন্টিবায়োটিক বেরিয়ে আসে, ওটা খেলে ইনশাল্লাহ বর্তমানে ভাল কাজ করে। মানে একটা ঔষধ খেতে খেতে ওটা রেস্টাট হয়ে যায়, একটা ঔষধ নিয়মিত ব্যবহার করলে যেমন ফাইমক্সিল একজনে ৫-৭ বার খেলে সেটা আর কাজ করবে না। তখন তার উপর এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে অন্যটা। তাহলে দিতে হবে সেফারেডিন, এটা খাইতে খাইতে এটাও রেস্টাট হয়ে গেলো তখন সেটা বাদ দিয়ে অন্যটা দিবে সেফিক্সজিম, আবার এটা খেতে খেতে রেস্টাট হয়ে গেলো তখন দিবে সিপরোক্সিম, আবার এটা খেতে খেতে রেস্টাট হয়ে গেলো তখন দিবো এ্যাজিথ্রোমাইসিন, এটা উন্নতমানেরটা। আবার এর উপরে আছে সেফটি-এক্সন, এর উপরেও আরো আছে, পর্যায়ক্রমে ঔষধ আছে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এর পরে কোনটা আছে?

উত্তরদাতা: এরপরে কি আছে জানা নাই এরপরে মনে হয় বাংলাদেশে আর নাই।

প্রশ্নকর্তা: (ওরা কিছু চাইতেছে? দিয়ে দেন। কাস্টোমার আসছে)

উত্তরদাতা: ওই সেক্লো চাইতেছে। (কত টাকার দিবো? দশ টাকার। আচ্ছা।) এই যে ১০ টাকা দিয়েছে আমি দুইটা সেক্লো দিয়ে দিয়েছি। এভাবেই বেচা-কেনা হয় বুঝছেন?

প্রশ্নকর্তা: হু। আমি আর বেশি সময় নিবো না। আমি খুবি দুখিঃত।

উত্তরদাতা: আচ্ছা। বলেন।

প্রশ্নকর্তা: এই যে এন্টিবায়োটিক এটা কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে খুব বেশি কার্যকর?

উত্তরদাতা: আসলে কি এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ হয় যখন এক জনের টাইফয়েদ, ম্যালেরিয়া বা ফাইলেরিয়া এরকম রোগ হয় আবার দেখা যায় পাতলা পায়খানা বেশি হচ্ছে ভাল হচ্ছে না তাহলে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ হয় তখন ব্যবহৃত হতে পারে আবার দেখা যায় একজনের কেটে গেছে বা সিজার করে আসছে কাটার জন্য এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়। আর রক্তের মধ্যে বিভিন্ন পয়জন দেখা দিলে বা ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া দমনের জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়।

----------৭৫:২৫

প্রশ্নকর্তা: তো এর মধ্যে কোনটা ভালো বা কার্যকরভাবে কাজ করে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরদাতা: আসলে তো এন্টিবায়োটিক সবই ভালো কাজ করে। তবে বর্তমানে আসলে সিপ্রোক্সজিম+ক্লাবনিক এসিড এটা নিরাপদ মনে হয়, এটা গর্ভবতী মহিলারাও খেতে পাওে এবং বাচ্চা থেকে আরাম্ভ করে বৃদ্ধ সবাই খেতে পারে। এটা নিরাপদ মনে করে লিখি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এটা কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে যেহেতু সব স্তরের মানুষ খেতে পারে?

উত্তরদাতা: এটা আসলে ডাক্তাররা লিখে জ্বর ভাল হচ্ছে না ৭ দিন পার হয়েগেছে বা কাশি ৩-৪ দিনের বেশি হয়ে গেছে আবার পিত্ত থলিতে সমস্যা এগুলোর জন্য লিখে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো এন্টিবায়োটিক...

উত্তরদাতা: পাশাপাশি আমরা যেটা বিক্রি করি সেটা হলো বর্তমানে এই যে গ্যাস্টিক আছে, গ্যাস্টিকের ঔষধ বেশি বিক্রি হয়। একটা লোক বলে ভাই আমাকে একটা ভিটামিন দেন তো, আমার শরীর দুর্বল লাগতেছে, তখন একটা মাল্টি ভিটামিন সিরাপ দিলাম পাশাপাশি একটা কৃমি ট্যাবলেট দিলাম তাহলে ইনশাল্লাহ সুস্থ হলো। কারণ আমরা বুঝি এগুলোতে কোন সমস্যা হবে না।

প্রশ্নকর্তা: মানে এটা কি লাভজনক?

উত্তরদাতা: এটা ব্যবসায় লাভজনক আর রোগের জন্য সহজ। আবার একটা লোক বলেছে আমার তো খুব ক্যালসিয়ামের অভাব তখন বলি কিভাবে বুঝলে? বলে আমার জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা করতেছে তাই মনে হচ্ছে আমার ক্যালসিয়ামের অভাব। তখন বলি শ্বাক-সবজি বেশি করে খাবেন,পানি বেশি করে খাবেন আর সকাল-বিকাল দুই বেলা হাটাহাটি করবেন। কাজ করলে আপনার ব্যথা কমে যাবে পাশাপাশি কিছু ক্যালসিয়ামের ট্যাবলেট দিয়ে দিই। আবার ক্যালসিয়াম+এন্টাসিট ভিটামিন এটা পানিতে দিয়ে খেতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: তো এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স সম্পর্কে কি আপনি আমাকে একটু বলবেন? এটা কি?

উত্তরদাতা: মানে রেস্টাট নাকি?

প্রশ্নকর্তা: মানে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স, এটা কি শুনেছেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ওই যে বললাম এটার প্রয়োগ মাত্র যদি বেশি হয় তাহলে এটা রেস্টাট হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি বললেন? রিস্টাট?

উত্তরদাতা: মানে হলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যঘাত করে ফেলে, বাংলায় এটা হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: এখানে আসলে রেজিসটেন্স বলতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এটা সম্পর্কে একটু বলুন এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স কখন হয়?

উত্তরদাতা: এটা একটু আগে বললাম না। একজন যদি নিয়মিত ঔষধ খাওয়ার কথা সেটা যদি না খেলো তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে, আবার একজন হয়তো বেশি খেয়ে ফেললো তখনও সমস্যা হলো এরকম আরকি।

প্রশ্নকর্তা: হু হু। ধরনের সঠিকভাবে রোগীদেরকে মানে নিয়মমত যেমন আপনি বললেন ১২ ঘন্টা পর পর খায়তে দুই বেলা করে ৭ দিন এই সঠিক নিয়মে এন্টিবায়োটিক খাওয়ার জন্য কি কি চ্যালেঞ্জ হতে পারে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ, সঠিক ভাবে এন্টিবায়োটিক খাওয়ার জন্য এটা ভাল, এটা খেলে পরে রোগও তাড়াতাড়ি ছেড়ে যাবে এবং তার দেহে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবণা থাকে না।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন একটা রোগী সে কি কি কারণে সঠিক নিয়মে ঔষধ না খেতে পারে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে একজনের দেখা গেলো মাথা ব্যথা করতেছে সে সেই ঔষধ খেতে পারবে না। আর একজনের দেখা গেলো এ্যালার্জি হলো খাওয়ার পরে তখন আর খেতে পারে না, আবার একজন আছে গ্যাস্টিক আছে এন্টিবায়োটিক খেলে তার বেশি বেশি গ্যাস হয় পেট ব্যথা করে তখন এটা খেতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

----------৮০:২৫

উত্তরদাতা: তখন তার পরেও তার এন্টিবায়োটিক খেতেই হয় তাহলে তাকে অন্য ঔষধ সাফোর্ট দিয়ে খেতে হবে। যেমন- গ্যাস্টিক হলে রেবিপ্লাজল বা এন্টাসিট প্লাস এরকম বিভিন্ন ঔষধ খেতে হবে

প্রশ্নকর্তা: আমি আবার আর একটা বিষয় জানতে চাইবো আপনার থেকে, ধরেন প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত এমবিবিএস ডাক্তার থেকে পরামর্শ ছাড়া আপনার কাছে আসলে এন্টিবায়োটিক নিতে, তাদেও কাছে কি আপনি এন্টিবায়োটিক বিক্রি করেন?

উত্তরদাতা: না। পরামর্শ ছাড়া আসলে বিক্রি করি না। কারণ ওটা আমাদের কাজ না যদি তারা প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসে তখন দিই।

প্রশ্নকর্তা: যদি তারা আপনাকে অনুরোধ করে?

উত্তরদাতা: তখন আমরা বলি এটা তো ঠিক না এটা পরে আপনার সমস্যা হতে পারে, কিডনীতে সমস্যা হতে পারে বা হার্টে সমস্যা হতে পারে, মরে গেলে তো আর ঔষধ খেয়ে লাভটা কি হলো, আমরা তাদের বলি আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আসেন বিভিন্নভাবে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করি।

প্রশ্নকর্তা: এরকম কি কখনো হয় আপনার কাছে না পেলো সে তখন আরেকটা দোকানে চলে গেলো?

উত্তরদাতা: নিতে পারে, তারপরেও আমি তো একজনকে ভুল ঔষধ দিবো না। আমি যা না বুঝি তার বাইরে কখনো ঔষধ দিবো না।

প্রশ্নকর্তা: আমি জানতে চাইতেছি এরকম করে কিনা?

উত্তরদাতা: করতে পারে। ভাই বলে আমাকে দুইটা রুবেট দেন, তখন বলি তুমি এখনো লেখাপড়া কর তোমার এটা দরকার কেন। রাত ১১টা পর্যন্ত লেখাপড়া করলে ঘুম আসবেই। না হলে হাদিস, কোরান পড় ঘুম তো আসবেই। পরে আমার কথায় ভয় পেয়ে গেছে মনে হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরকম কি কোন সাধারণ বা এন্টিবায়োটিক বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার পর্যবেক্ষন করতে কোন সরকারি পর্যবেক্ষক সংস্থা এখানে আসে কিনা?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ আসে। এই যে ড্রাগ অফিস থেকে লোক আসে। ওরা আমাদের লাইসেন্স চেক করে, ঔষধের ডেট আছে কিনা সেটা দেখে, এরকম অন্যান্য বিষয়গুলো দেখে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এরকম কোন নীতিমালা আছে নাকি?

উত্তরদাতা: নীতিমালা আছে।

প্রশ্নকর্তা: আছে?

উত্তরদাতা: অবশ্যই আছে। আমাদের ড্রাগ লাইসেন্স থাকতে হবে এবং দক্ষ পিজিসিয়ান হতে হবে, যেমন আমার অভিজ্ঞতা প্রায় ১৮ বছর আর ৯৮ থেকে হিসাব করলে প্রায় ২১ বছর হয়ে যায়। তাহলে প্রায় ২১ বছর ধরে আমি এই পেশায় যুক্ত। মানে আনস্টাট ঔষধ এখন দিবো না, ভাল ভাল কোম্পানির ঔষধ রাখতে হবে, পরিষ্কার করে রাখতে হবে, আর ২-৩ মাস পর পর ঔষধগুলো খুলে খুলে দেখি যে নষ্ট হইছে কিনা।

প্রশ্নকর্তা: হু হু। এরকম নীতিমালা আছে আপনাদের কাছে।

উত্তরদাতা: এটা স্বাভাবিক অর্থে এটা আমাদের মেইন নীতিমালা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এগুলো লিখিত আছে না?

উত্তরদাতা: হু। এই যে আধা ঘন্টা আগে আমি ঘর পরিষ্কার করেছি।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য কোন নীতিমালার প্রয়োজন আছে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ অবশ্যই আছে।

প্রশ্নকর্তা: কেন?

উত্তরদাতা: এজন্যই দরকার বাংলাদেশ সরকার এখন ঔষধ প্রশাসন গুরুত্ব নিচ্ছে মানে গুরুত্ব সহকারে দেখছে, অসাধু ব্যবসায়ী যারা তারা চাইতেছে আমরা যেন এন্টিবায়োটিকের নাম প্রয়োগ করে বেশি লাভ করি। এরকম যেন না থাকে, এরকম থাকলে আমাদের জন্য সুবিধা আমরা তো আর সব বুঝি না যে কোন কোম্পানি কত ভাল, আমরা যেগুলো এখন ব্যবহার করি সেগুলো অবশ্যই ভাল। এটা সরকারি ভাবে সচেতন হওয়া উচিত কারণ আনলিস্টেট জিনিস যেন বাংলাদেশে না থাকে আর বাংলাদেশে যেন বাংলাদেশের ঔষধ বেশি ব্যবহৃত হয়, আর আমরা চাই বাংলাদেশের মানুষ উন্নত হোক, শিক্ষিত হোক। দেশে এখন শিক্ষার হার অনেক বেশি আর এখন যে ভাবে লেখাপড়া করতেছে তাতে ৭০-৮০% শিক্ষিত হয়ে যাবে। আর ঔষধের গুণগত মান যেন ভাল হয় সেটা আমাদের কাম্য তাহলে আমাদের বেচা-কেনা ভাল হবে এতে আমাদেরও লাভ হবে আবার পাবলিকেও লাভ হবে। আর আমি এটাই চাই একটা ঔষধ খেয়ে যেন আমি ভাল হই। তাহলে আমার দোকানেরও লাভ হবে পাবলিকেরও লাভ হবে।

----------৮৫:৪০

প্রশ্নকর্তা: দুই দিকেই লাভ।

উত্তরদাতা: ব্যবসা সুন্নত মত করতে হবে আর ঔষধের গুণগত মান ভাল হলে আমাদেরও সুনাম আসবে। রোগীরা বলবে আল্লাহর রহমতে ওদের ঔষধ ভাল খেয়ে ভাল হইছি। একদিকে কোম্পানি সুনাম, আমাদের সুনাম এবং আরেকদিকে আমাদের লাভ এবং রোগীর সাফল্য।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আমি আর একটা বিষয় জানতে চাই কিছু সেবাদানকারী থাকে যারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে বা লিখে থাকে, আপনার কি মনে হয় এটা কেন লিখে থাকে?

উত্তরদাতা: আসলে এটা হলো কি অযৌক্তিকভাবে লিখে না। এটা আসলে রোগ ভেদে লিখে বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক লিখা লাগে আর কি। কারণ কোন ডাক্তার চাইনা কোন রোগীর ক্ষতি হোক তাহলে রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করবে। এটা আমি মনে করি আর যদিও অযৌক্তিকভাবে লিখে থাকে তাহলে সেটা তার নিজের দায়।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি মনে করেন এরকম কিছু সেবাদানকারী আছে আমাদের দেশে বা গ্রামে?

উত্তরদাতা: বর্তমানে যে ক্লিনিকে চিকিৎসা করা হয় এটা আমরা জানি যে যে পরীক্ষাগুলো করা হয় এক্সরে বা এরকম যত করা হোক এর উপরে একটু বিল বেশি নেওয়া হয়। গ্রাম থেকে গিয়ে এক্সরে করালো বা ব্লাড টেস্ট করালো এগুলোর জন্য টাকা বেশি দিতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: এরকম ভুল প্রয়োগ করে না, কারণ একটা ডাক্তারের আসল উদ্দেশ্য হলো মানব সেবা করা। সে হয়তো কোন না কোন প্রতিষ্টানের সাথে জড়িত সরকারি বা বেসরকারি, তবে কেন সে ভুল ঔষধ লিখবে। আর যদি লিখেও থাকে সেটা তার দায়। ঠিক আছে না?

প্রশ্নকর্তা: হু হু। ...

উত্তরদাতা: আমি বুঝি মানুষের জন্য মানুষ, মানুষের সেবা করাই আসল উদ্দেশ্য আর মানুষের ক্ষতি হোক সেটা কেউ চাই না। তবে আমি মনে করি এন্টিবায়োটিকের ভুল প্রয়োগ করা ঠিক না।

প্রশ্নকর্তা: কেন ঠিক না?

উত্তরদাতা: কারণ ধরেন একটা ছেলে আসলো ৭-৮ বছর বয়সী তার সাধারণ কিছু অসুখ আর তাকে একটা বেশি দামের এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিলে এটা ওর জন্য ক্ষতিকর এরকম না করাই ভাল। আর কোন ডাক্তার যদি লিখে দেয় সেটা আমরা দিতে পারি সমস্যা হবে না। এটাই মনে করি কেউ ভুল এন্টিবায়োটিক দেয় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনার কি মনে হয় রোগীর লাভের চেয়ে এন্টিবায়োটিক প্রদানকারীর লাভটা বেশি দেখে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়?

উত্তরদাতা: ডাক্তার এন্টিবায়োটিক লিখলে তো আর বেশি লাভ হয় সেটা তো না।

প্রশ্নকর্তা: মানে বিক্রির জন্য শুধু না মানে যে লিখতেছে তার কথা বলা হচ্ছে?

উত্তরদাতা: যে লিখবে সে শুধু এন্টিবায়োটিক লিখে না, এন্টিবায়োটিক ছাড়াও আরো অনেক প্রকারের ঔষধ আছে। এন্টিবায়োটিক না লিখলেও বেচা-কেনা চলবে। যেমন ধরেন ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, ঠান্ডা-স্বদির সিরাপ আছে না?

প্রশ্নকর্তা: হু

উত্তরদাতা: আয়ুরবেদিক ঔষধ আছে। এগুলো প্রয়োগ করলে মানুষের ক্ষতি হবে না এবং অসুখও ইনশাল্লাহ ছাড়বে।

প্রশ্নকর্তা: এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি, ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

উত্তরদাতা: ব্যবপারটা বুঝলাম না ঠিক?

প্রশ্নকর্তা: ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে জানেন কিনা? কখনো শুনেছেন কিনা? মানে যে ভোগ করে ক্রেতার অধিকার?

----------৯০:২৪

উত্তরদাতা: ও, ক্রেতার অধিকার বলতে আমি বুঝি, কোন বিষয়ে? ঔষধের ব্যপারে?

প্রশ্নকর্তা: সরকারিভাবে আমাদের একটা ভোক্তার অধিকার আছে সেটা সম্পর্কে আপনি জানেন কিনা?

উত্তরদাতা: ভোক্তার অধিকার বলতে একজন বাংলাদেশের নাগরিক সবকিছু সঠিকভাবে, সঠিক নিয়মে, সঠিক পদ্ধতিতে চলবে। এই যে আমাদের ঔষধের দোকান এখানে যেন আমরা ঔষধ বিক্রি করি ন্যয্য মূল্যে বিক্রি করি। এটা হলো ভোক্তার জন্য সহজ পদ্ধতি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আবার গ্রাম এলাকায় ১০% বা ৫% ছাড় দেওয়া হলো সেগুলো যেন ভাল হয় আবার আমরা এখানে নিত্যনতুন নতুন ঔষধ বিক্রি করি ডেট ওভার ঔষধ যেন না থাকে বা সুবিধা বলতে ন্যয মূল্যে বেচা-কেনা হলো আসল। আর গুনগত, মানসম্মত ঔষধ যেন আমরা রাখি এটাও। আমাদের লাভ হবে ঠিক আছে কিন্তু পাশাপাশি পাবলিকেরও লাভ দেখতে হবে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। সঠিকভাবে বা প্রেসক্রিপশনে ঠিকভাবে এন্টিবায়োটিক লিখার জন্য কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে বলে আপনি নিজে মনে করেন?

উত্তরদাতা: একটা প্রেসক্রিপশন করতে গেলে সেখানে...

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে আরকি? সঠিকভাবে এন্টিবায়োটিক লিখার জন্য কোন কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকলে ভাল হয়?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক লিখার জন্য সঠিক বা একজন দক্ষ ডাক্তার প্রয়োজন। এমবিবিএস বা এফসিপিএস এরকম দক্ষ ডাক্তার দরকার কারণ এরকম এন্টিবায়োটিক লিখতে গেলে সেটা সম্পর্কে তার যথেষ্ট পরিমাণ জানা থাকা উচিত। এবং কোন রোগের ক্ষেত্রে কোন ঔষধটা দিতে হবে সেটা নিয়েও অভিজ্ঞতা থাকা জরুরী। যে ভাল ডাক্তার তার অবশ্যই ভাল অভিজ্ঞতা তাকা উচিত। প্যারেক্টিকেল অভিজ্ঞতা থাকা উচিত বা মেডিসিন সম্পর্কে দক্ষতা থাকা জরুরী।

প্রশ্নকর্তা: হু। কেন এটা প্রয়োজন?

উত্তরদাতা: কারণ মানুষ হলো সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, মানুষ মানুষের জন্য উপকার করবে বা ভাল করবে। পাবলিকের ক্ষতি হোক সেটা কখনোই ইসলাম ধর্মে গ্রহণযোগ্য নই। জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে একজন হলো ডাক্তার তারা রোগীদের ক্ষেত্রে কোন ঔষধ ভাল হবে সেটা দেখতে গেলে তার অবশ্যই এফআরসিপিএস থাকা দরকার বা মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। এজন্য আমরা স্যারদের ফলো করি তারা যা লিখে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আমরা সেটা করি।

প্রশ্নকর্তা: আমি আর একটা বিষয় জানতে চাইতেছি, এই যে বিভিন্ন ড্রাগ কোম্পানি আছে আমাদের দেশে এই ড্রাগ কোম্পানিগুলো কি এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে? ধরেন ডাক্তাররা এন্টিবায়োটিক লিখার ক্ষেত্রে এবং ফার্মাসিস্টরা এন্টিবায়োটিক বিক্রির ক্ষেত্রে কিভাবে এগুলো প্রভাব বিস্তার করে?

উত্তরদাতা: বিভিন্ন কোম্পানি থেকে যে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিব আছে এরা ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে এটাই বলে যে আমাদের ঔষধটা ভাল কাজ করে। আর যে যে কোম্পানি তারাই আলোচনা করে যে স্যার আমাদের এই ঔষধটা দিয়ে দিয়েন এভাবে রিকোয়েস্ট করে থাকে।

প্রশ্নকর্তা: আর অন্য কোনভাবে কি তারা প্রভাবিত করে?

উত্তরদাতা: না, করে না।

----------৯৫:০০

প্রশ্নকর্তা: শুধু রিকোয়েস্ট করে?

উত্তরদাতা: রিকোয়েষ্ট করে স্যার আমার ঔষধটা ভাল এটা বুঝায়, নতুন একটা ঔষধ আসলেই তো ওরা বুঝায়। আগে টেনলক ৫০ এরকম ঔষধ ব্যবহার করতো এগুলো প্রয়োগের পরে দেখা যায় তার শরীরে পানি আসতেছে এটা কনফারেন্সের মধ্যে আলোচনা করলো বর্তমানে নতুন যেটা আসছে সেটা ব্যবহার করলে পানি আসে না। এই ঔষধ যে বড় বড় ডাক্তার আছে তারা বুঝে এসব লিখে তাকে তাই মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিবরা রিকোয়েস্ট করে থাকে স্যার আমারটা লিখেন এই ঔষধটা ভাল। আর একটা ঔষধ তো ভিন্ন

ভিন্ন কোম্পানি বের করে যেমন- বেক্সিমকো, স্কোয়ার এরকম আর স্যার তো আর ৫টা কোম্পানির ঔষধ একসাথে লিখতে পারবে না যে কোন একটা লিখবে এজন্য ওরা চেষ্টা করে স্যার আমারটা লিখুক।

প্রশ্নকর্তা: হু হু

উত্তরদাতা: আর এলাকায় যে ক্লিনিকগুলো আছে এরা আমাদের কাছে আসে বলে ভাই আমাদের ক্লিনিকগুলো ভাল, ভাল ভাল ডাক্তার আসে, অমুখ আসে, এভাবে লিফলেট দেখে আপনারা রোগী পাঠায় দিয়েন। আর আমরা মনে করি ডাক্তার যেখানে ভাল রোগীদের যেখানে ভাল হবে সেখানে পাঠানোর চেষ্টা করি।

প্রশ্নকর্তা: বেশিরভাগক্ষেত্রে রোগীরা এন্টিবায়োটিক কেনার ক্ষেত্রে সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানে বেশি যায় নাকি বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানে বেশি যায়?

উত্তরদাতা: রোগীরা সরকারি প্রতিষ্ঠানে বেশি যায়। সরকারি বলতে মির্জাপুর হাসপাতাল আছে, এটা আবার আধা সরকারিতে যায়।

প্রশ্নকর্তা: না মানে ঔষধ কেনার ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক কেনার ক্ষেত্রে আরকি?

উত্তরদাতা: ঔষধ কেনার ক্ষেত্রে তো সরকারিতে ঔষধ বেচা-কেনা হয় না, ওরা বেসরকারিতে যায়।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে রোগীরা কোথায় যায় বেশি?

উত্তরদাতা: ওই তো এরা আমাদের কাছে আসে বেশি। আমাদের কাছে আসলে ওরা প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসে আরকি। আর সরকারি যেখানে ফ্রিতে কিছু ঔষধ দেয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। ওখানেও কি যায়?

উত্তরদাতা: না ওখানে রোগীরা যায় না। গেলে যারা ফ্রিতে ঔষধ পাইতে চাই তারা যায় যেমন গরিবরা বা অভাবী যারা তারা বেশি যায়।

প্রশ্নকর্তা: আর আপনার এখানে কি গরু, হাসঁ, মুরগি এরকম ছাগল মানে গৃহপালিত কোন প্রাণীর ঔষধ বিক্রি করেন?

উত্তরদাতা: না আমি করি না তবে পাশাপাশি যারা আছে তারা বিক্রি করে।

প্রশ্নকর্তা: তারমানে আপনি বিক্রি করেন না। ঠিক আছে। আমি অনেকক্ষণ কথা বললাম এখন আর একটা কথা জানতে চাই মানে আপনার নেটওয়াকটা জানতে চাই? এই এন্টিবায়োটিক ঔষধ পাচ্ছেন কিভাবে? এবং এই ঔষধ কোথায় যাচ্ছে?

উত্তরদাতা: আমরা এই ঔষধ বিভিন্ন বিভিন্ন কোম্পানি আছে সেই রিপ্রেজেনটেটিবরা আসে তাদের মাধ্যমে অর্ডার দিই।

প্রশ্নকর্তা: রিপ্রেজেনটেটিব এরা কোন লেভেলের?

উত্তরদাতা: এরা মার্কেটিংয়ের লোক। এরা সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে আসে। ওরা আমাদের এখানে আসলে আমরা তাদের মাধ্যমে অর্ডার দিয়ে দিই। আজকে যেমন এসকে-এফ আসছে। ওই তাদের মাধ্যেমে আমরা ঔষধ রাখি। এই যে একটু আগে দিয়ে গেলো যে।

প্রশ্নকর্তা: হু আমি দেখলাম আমার সামনে দিয়ে গেলো। শুধু কি ওদের মাধ্যমে নেন নাকি আপনি নিজে গিয়েও নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: না আমরা ঔষধ সংগ্রহ করি না কারণ বাইরে কোথায় যাবো, দোকানে বসি এখানে ঔষধ এনেদেয়।

প্রশ্নকর্তা: ও বাইরে থেকে তো নিয়ে আসেন না।

উত্তরদাতা: রিপ্রেজেনটেটিবরা আসে তাদের থেকে নিয়ে নিই।

প্রশ্নকর্তা: আর এগুলো কাদের কাছে বিক্রি করতেছেন?

উত্তরদাতা: বিক্রি করি আমাদের গ্রাম এলাকার মানুষের মাঝে।

প্রশ্নকর্তা: বেশিরভাগ কোন ধরনের মানুষ আসে ঔষধ কিনতে?

উত্তরদাতা: বেশিরভাগ আসলে গরিবরা আসে, তবে মধ্যবিত্ত-গরিব সব মিলে আসে, এখানে সব ধরণের রোগী থাকে। আর এখান কিছু আসে শিক্ষিত আর কিছু আসে অর্ধ শিক্ষিত আর কিছু সাধারণ চাকরিজীবী আসে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা সব ধরণের লোকের কাছে বিক্রি করেন। আমি আর একটা জানতে চাইবো এখানে কি মহিলারা বেশি ঔষধ নিতে আসে নাকি পুরুষরা বেশি ঔষধ নিতে আসে?

উত্তরদাতা: বেশি আসে পুরুষ তবে মহিলা কম আসে।

----------১০০:০০

প্রশ্নকর্তা: কেন?

উত্তরদাতা: গ্রাম এলাকায় মহিলা চলাচল কম পুরুষের চলাচল বেশি, এজন্য পুরুষরা বেশি আসে। আর মহিলারা কম আসে। যাদের বাড়ি কাছে তারা হয়তো বলে আসে আর যাদের বাড়ি দূরে তারাতো আসতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা: আর ধরেন বাচ্চাদের দেখাতে নিয়ে আসছে তখন কে আসে?

উত্তরদাতা: তখন বাচ্চার মা আসে।

প্রশ্নকর্তা: মার সাথে আবার পুরুষরা কি আসে?

উত্তরদাতা: বাচ্চার মার সাথে পুরুষরাও আসে।

প্রশ্নকর্তা: আমি আর একটু জানবো আপনার দোকানে কি কি এন্টিবায়োটিক আছে? এটা যদিও আমরা আগে একটু আলোচনা করেছি এটা হচ্ছে এখানে আমি লিখে নিবো। কিকি ধরণের এন্টিবায়োটিক আছে এবং সেগুলো কোন কোন জেনারেশন সেটা জানবো? গ্রুপের নাম বললে হবে?

উত্তরদাতা: Doxycycline থেকে শুরু করেন। এই যে দেখে দেখে লিখেন। এটা প্রথম জেনারেশন। তারপরে Phenoxymethyle penicillin, এটাও প্রথম জেনারেশন। Flucloxacillin, এটা প্রথম জেনারেশন। Ciprofloxacin, এটা দ্বিতীয় জেনারেশন। Levofloxacin, এটাও দ্বিতীয় জেনারেশন। Amoxicillin, এটা প্রথম জেনারেশন। Cephradine, Cefixime, Cefuroxime and Clavulanic Acid, Azithromycin, Moxifloxacin এগুলো সব দ্বিতীয় জেনারেশন।

প্রশ্নকর্তা: এখানে আপনি তৃতীয় কোন জেনারেশন বলেন নাই?

উত্তরদাতা: আমরা তৃতীয় কোন জেনারেশন বিক্রি করি না।

প্রশ্নকর্তা: ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ।

----------১০৭:২৯